ইন্দোনেশিয়ায় জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরি

সারে-জমিন

বহু টাকায় তৈরি কর্মতীর্থ এখন দুষ্কৃতীদের আখড়া!

রূপসী বাংলা

জন গণ মন-এর চেতনার সঙ্গে মানুষকে সংযুক্ত করা চ্যালেঞ্জ

সম্পাদকীয়

ইসলামে যোগ্য নেতৃত্বের মহৎ গুণাবলি

দাওয়াত

একই স্কোরে ৬ উইকেট: টেস্ট ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি ভারতের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৪ জানুয়ারি, ২০২৪
১৮ পৌষ ১৪৩০
২১ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 04 ■ Daily APONZONE ■ 4 January 2024 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজে সুপ্রিম নোটিশ সংসদ সচিবকে

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মহুয়া মৈত্রকে নিম্নকক্ষ থেকে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে করা আবেদনের বিষয়ে বুধবার লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে জবাব চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ মৈত্রের অন্তর্বর্তীকালীন আবেদনের বিষয়ে কোনও আদেশ দিতে অস্বীকার করে বলেছে, এটি মঞ্জুর করা মূল আবেদন মঞ্জুর করার মতো হবে। মৈত্রের আইনজীবী অভিষেক সিংভিকে বিচারপতি খান্না বলেন, "আমরা মার্চ মাসে অন্তর্বর্তীকালীন ত্রাণের জন্য আপনার আবেদন বিবেচনা করব। শীর্ষ আদালত লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা ও লোকসভার এথিক্স কমিটিকে কোনও নোটিশ জারি করতে অস্বীকার করেছে এবং বলেছে তারা কেবল লোকসভার সেক্রেটারি জেনারেলের কাছ থেকে জবাব চাইবে।

তৃণমূলে প্রবীণ-নবীনে দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে

সুদীপকে সাদা হাতি বলে কটাক্ষ তাপসের

আপনজন ডেস্ক: তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসে সুদীপ বলেছিলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না থাকলে বাংলা ছাগলের তৃতীয় সন্তান হয়ে যাবে"। সেই মন্তব্যের পর থেকেই তৃণমূলের মধ্যে নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। সেই দ্বন্দ্বে এবার সম্মুখ সমরে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বরাহনগরের তৃণমুল বিধায়ক তাপস রায়। তাপস রায় সুদীপের এই মন্তব্যের জন্য দলের কাছে বিচার চাইলেন। আর তিনি সুদীপকে সাদা হাতি বলে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। এমনকী প্রয়াত নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় কীভাবে সুদীপকে ডাকতেন তার স্মৃতিচারণা করে দ্বন্দ্ব উসকে দিরেন তাপস রায়।
অভিষেক পন্থ বলে পরিচিত তাপস রায় বুধবার সুদীপকে নিশানা করে বললেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য তৃণমূল করি। কিন্তু যদি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুষ্ট করে যদি চলতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই ভাবতে হবে আমাকে। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে আমি দল করি নাকি? আমাদের দলে তো ছয়-সাত বছর ছিল না ও! বলেছিল, দলটা নাকি উঠে যাবে! ওরা স্বামী-স্ত্রী মিলে কী কী করেছিল, আমার কাছে আছে। প্রয়োজনে আবারও তুলব। যারা দলের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছে, শীঘ্রই চিহ্নিত করা হবে। যারা মমতাপন্থী, যারা তৃণমূলপন্থী, যারা অভিষেকপন্থী, সুদীপ তাদের পছন্দ করে না।' এখানেই থামেননি তাপস রায়। তিনি সুব্রত মুখার্জির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, সুব্রতদা (প্রয়াত তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়) আমাদের সুদীপকে দেখিয়ে বলতেন, দেখ কেমন পেঙ্গুইনের মতো আসছে। আর যদি হাতি হয়ও, সেটা সাদা হাতি, অনুৎপাদক সবক্ষেত্রে।
সুদীপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে তাপস রায় বলেন, উত্তর কলকাতার ৬০টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলরদের সুদীপ বলেছেন, তাকে যেন দলের কোনও কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানানো না হয়। সুদীপ তার মতো করে উত্তর কলকাতায় তৃণমূলকে চালাতে চান। তাই তাপসের অভিযোগ, গত ১৫ বছর ধরে সুদীপ আমার প্রতি যে অসম্মান, অবিচার এবং অত্যাচার করেছেন, তার বিচার চাই আমি। যে লড়াই চলছে, তা স্বাস্থ্যকর না অস্বাস্থ্যকর, বলতে পারব না।
যদিও সুদীপের বিরুদ্ধে এই মন্তব্র করার জন্য দলের উপরতলা থেকে চাপ আসবে না বলে বিশ্বাস তাপসের। বরাহনগরে বিধায়ক সাফ জানিয়ে দেন, দলনেত্রী ভালোবাসেন বলে যা খুশি তাই করবেন, অসভ্যতা করবেন, তা চলতে পারে না। গত ১৫ বছর ধরে তিনি একই কাজ করে চলেছেন। এসব আমাকে মেনে নেওয়া খুবই মুশকিলের।

আদানির বিরুদ্ধে 'সিট' নয়, সেবিকে তিন মাসে তদন্ত শেষের নির্দেশ

আপনজন ডেস্ক: হিনডেনবার্গের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শেয়ার কারচুপির মামলায় আদানি গোষ্ঠী ও ভারতের শেয়ারবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি-কে স্বস্তি দিল সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার সর্বোচ্চ আদালত জানিয়ে দেয়, সেবির তদন্তে তারা কোনো রকম হস্তক্ষেপ করবে না। সেবিকে বাদ দিয়ে বিশেষ তদন্ত দল গঠনেরও প্রশ্ন নেই। সুপ্রিম কোর্ট রায়ে বলেছে, তদন্তের ক্ষেত্রে সেবি 'ঢিলেঢালা', এমন কোনো কিছু প্রমাণিত হয়নি। মোট ২২টি অভিযোগের মধ্যে তারা ২০টির তদন্ত শেষ করেছে। বাকি দুই তদন্তও তিন মাসের মধ্যে শেষ করা হবে। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পর্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, শেয়ারবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থার ক্ষমতায় সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সেভাবে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা খুবই সীমিত। সুপ্রিম কোর্ট সেবিকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী তিন মাসের মধ্যে তাদের সব তদন্ত শেষ করতে হবে। আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি, এম এল শর্মা, কংগ্রেস নেতা জয়া ঠাকুর ও অনামিকা জয়সোয়াল এসব মামলা করেছিলেন। রায় ঘোষণার সময় বিচারপতিরা বলেন, হিনডেনবার্গের মতো কোনো সংস্থা কিংবা মিডিয়ার রিপোর্ট পৃথক তদন্তের ভিত্তি হতে পারে না। সরকারি কোনো নিয়ন্ত্রকের ক্ষমতার প্রতি ওই ধরনের প্রশ্ন আস্থাবর্ধকও নয়। ওই ধরনের প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু সেবির তদন্তের প্রতি সন্দেহ করার মতো সুনির্দষ্ট প্রমাণ হিসেবে গণ্য করা যায় না। আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি বুধবার 'এক্স'-এ সুপ্রিম কোর্টের রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সত্যমেব জয়তে।'

জ্ঞানবাপি সমীক্ষা রিপোর্ট চার সপ্তাহ পিছতে চায় এএসআই

আপনজন ডেস্ক: ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই) বুধবার বারাণসী জেলা আদালতকে জ্ঞানবাপি মসজিদ প্রাঙ্গণে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ চার সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের ১৯ ডিসেম্বরের আদেশ মেনে বারাণসীর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের সিভিল জজ আদালতে (সিনিয়র ডিভিশন) রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল সিবিআইয়ের। বারাণসীর জেলা জজ এ কে বিশ্বেশা বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে আদেশ ঘোষণা করবেন। সংস্থাটিকে ১৯৯১ সালের জ্ঞানবাপি টাইটেল মামলায় নিম্ন আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এএসআই গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর বারাণসী জেলা আদালতে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিয়েছিল। গত ১৯ ডিসেম্বর এলাহাবাদ হাইকোর্ট কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-জ্ঞানবাপি জমির মালিকানা সংক্রান্ত ১৯৯১ সালের দেওয়ানি মামলার গ্রহণযোগ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা বেশ কয়েকটি পিটিশন খারিজ করে দেয়। হাইকোর্ট বলেছিল, হিন্দু বাদীদের দায়ের করা এবং বারাণসীর বিচারিক আদালতে বিচারাধীন মালিকানা মামলাগুলি বিবেচনাযোগ্য এবং উপাসনার স্থান আইন -১৯৯১ দ্বারা নিষিদ্ধ নয়। এলাহাবাদ হাইকোর্ট এও নির্দেশ দিয়েছিল, একটি মামলায় পরিচালিত এএসআই জরিপের প্রতিবেদনটি অন্য সম্পর্কিত মামলাগুলির সাথেও জমা দিতে হবে এবং যদি নিম্ন আদালত মনে করে যে কোনও অংশের সমীক্ষা করা প্রয়োজন, তবে আদালত এএসআইকে এটি পরিচালনা করার নির্দেশ দিতে পারে। এএসআইয়ের আশঙ্কা বারাণসীর নিম্ন আদালতে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেওয়ার আগে গুজব এবং ভুল তথ্য ছড়ালে চলমান কাজকে প্রভাবিত করতে পারে।

ভর্তি চলিতেছে ভর্তি চলিতেছে

মদিনা মিশন

Regd. No. 1033/00241

চৌহাটি মদিনা নগর, মুসলিম পাড়া, পোস্ট: চৌহাটি, থানা: সোনারপুর, কলকাতা-৭০০১৪৯

পাঠক্রম প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি চলিতেছে প্রথম শ্রেণী হইতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত গরিব, এতিম অসহায় ছাত্রদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। সরকারি সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়। সাথে সাথে দ্বীনি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। বিনামূল্যে খাবার, বস্ত্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। আরবি স্তরের (আরবি হিফজ, কাফিয়া জামাত পর্যন্ত) শিক্ষা সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ানো হয়। চার বার খাবারের ব্যবস্থা আছে। সপ্তাহে পাঁচ দিন আমিষ এবং দুই দিন নিরামিষ হয়।

ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্ররা শীঘ্রই যোগাযোগ করুন:

৯৮৩০৪ ০১০৫৭

সম্পাদক
মাওলানা ইমাম হোসেন মাযাহারী

প্রেসিডেন্ট
মুফতি লিয়াকত আলি

পথ নির্দেশ: বাসে, অটোয় গড়িয়া, কামালগাজি, সোনারপুর, বারুইপুর হইতে মালঞ্চ ফাঁড়ি নেমে কিংবা ট্রেনে ডায়মন্ডহারবার, লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর লোকালে মল্লিকপুর নেমে রিকশায় বা হাঁটা পথে ১০ মিনিট দক্ষিণ চৌহাটি মদিনা নগর মিশন।

স্বপ্ন পূরণের সেরা প্রতিষ্ঠান....

নাবাবীয়া মিশন

মাইনান*খানাকুল*হুগলী*৭১২৪০৬

NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)

ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

একাদশ

শ্রেণীতে ভর্তির ফর্ম দেওয়া

বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

ভর্তি পরীক্ষার তারিখ:

২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০২৪,রবিবার

For more Information:

nababiamission786@gmail.com

Sk Sahid Akbar

9732086786

Website: www.nababiamission.org.com

প্রথম নজর

পশু চোরা কারবারিদের হামলার শিকার পরিবেশ প্রেমী

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: পশু চোরাচালানকারীদের হামলা পরিবেশ প্রেমীর উপর। ওই ঘটনায় গুরুতর জখম হন শুভঙ্কর কোলে নামের এক পরিবেশ কর্মী। হাওড়ার পাঁচলা থানায় এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পাঁচলার জুজারসাহা কুলডাঙায় সোমবার রাতে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে এলাকায় বন্যপশু ও পাখি ধরে পাচারের চেষ্টা চালাচ্ছিলো কিছু চোরাচালানকারী। বন দফতরের সাহায্যে চোরাচালান পাকড়াও করে শুভঙ্কর ও পরিবেশকর্মীরা। তারপরেই এই হামলা বলে দাবি করেছেন শুভঙ্কর। আক্রান্ত শুভঙ্কর কোলে বলেন, সোমবার সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৭টা নাগাদ বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। প্রায় ৯টা নাগাদ ওখান থেকে ফেরার সময় ২জন গাড়ি থেকে নামিয়ে আমায় বেধড়ক মারধর করে। আমার কাছ থেকে ফোনটা কাড়তে গেলে কোনওরকমে ছুটে পালাই। যারা মেরেছে তাদের মধ্যে ১জন পাখি ব্যবসায়ী। সে বিদেশি পাখি ছাড়াও দেশি শালিক, টিয়া বিক্রি করে। গত ২৩ আগস্ট একটা স্টিং অপারেশন করেছিলাম। বন দপ্তরকে নিয়ে সেই অপারেশন আমিই করি। এরপর ওই পাখি বিক্রেতা আটক হয়। রাতেই ওই পাখি বিক্রেতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতদিন পর ওই পাখি ব্যবসায়ী আমার উপর আক্রমণ করবে বোঝা যায়নি। এদিকে, পরিবেশ কর্মী তথা আক্রান্ত শুভঙ্করের বন্ধু শুভজিত মাইতি বলেন, এটা শুভঙ্করের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ।

হাই মাদ্রাসায় বই বিতরণ

আপনজন: নতুন শিক্ষাবর্ষে সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিচ্ছেন শিক্ষক মাওলানা শেখ মোহাম্মদ কালিমুল্লাহ, আফতাব মল্লিক ও তন্ময় আদক।

প্রকল্প রদের প্রতিবাদ করায় সদস্য আক্রান্ত, বিক্ষোভ কংগ্রেসের

রঙ্গিলা খাতুন ● বহরমপুর

আপনজন: তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য। প্রতিবাদে পঞ্চায়েতের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কংগ্রেসের। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদের সাহাজাদপুর অঞ্চলে। এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখত মোতায়ন করা বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানা গিয়েছে বহরমপুর থানার অন্তর্গত সাহাজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অ্যানুয়াল অ্যাকশান প্লান অনুমোদনের জন্য মঙ্গলবার সাধারন সভা ডাকা হয়েছিল। সেই সভায় কংগ্রেসের সমস্ত স্কিমকে কেটে দেওয়ার প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের হাতে আক্রান্ত হন রিয়াজুল সেখ নামে কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য। এ বিষয়ে কংগ্রেসের অভিযোগ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যরা জোর করে কংগ্রেসের স্কিম একতরফা ভাবে বাতিল করে দিচ্ছিল। তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল কংগ্রসের পঞ্চায়েত সদস্য রিয়াজুল সেখ, প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে রিয়াজুলের উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ করেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য রাজেশ সেখ এবং তৃণমূলের বহিরাগত পরিতোষ মন্ডল। রিয়াজুলকে কিল ঘুষি মারায় গুরুতর জঘম হয়। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন পঞ্চায়েত প্রধান ইঞ্জামুল হক। তিনি বলেন, কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যরা আগে আক্রমণ করেছিল। যদিও প্রধান কংগ্রেসসহ বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যদের কাজ না দেওয়া, স্কিম বাদ দেওয়ার কথা এড়িয়ে গেছেন। তৃণমূলের মস্তানির বিরুদ্ধে ন্যায় বিচারের দাবিতে সাহাজাদ পুর পঞ্চায়েতের সামনে ধর্ণা অবস্থান বিক্ষোভ কংগ্রেসের।

বাসুদেবপুর জালাদিপুর হাইস্কুলের কমিটি গঠিত

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: সামসেরগঞ্জের চাচন্ড বাসুদেবপুর জালাদিপুর হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী মুলতান আলি। বুধবার দুপুরে হাই স্কুল প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তিনি। নবনিযুক্ত ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্টের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন চাচন্ড বি জে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মিজাউর রহমান। এদিন ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্টের পাশাপাশি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হিসাবে সামিম আক্তার এবং বাপি সিংহকেও নিয়োগ পত্র তুলে দেন প্রধান শিক্ষক। একইদিন স্কুল ইন্সপেক্টরের একজন প্রতিনিধি এবং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাক্তার তারিফ হোসেনকেও সরকারিভাবে সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এসময় স্কুল প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রতিনিধি গোলাপ হোসেন, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মোহাম্মদ তাসিরুদ্দিন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রফিকুল আলম, জেলা পরিষদ সদস্য তহমিনা বিবি, চাচন্ড পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কৌশিক সিংহ, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হায়দার আলী, সুজন রায়, রেজাউল করিম প্রমুখ। আগামী তিন বছরের জন্য গঠিত হল স্কুলের এই ম্যানেজিং কমিটি। স্কুলকে আরও উন্নততর জায়গায় নিয়ে যেতে নতুন কমিটি কাজ করবে বলেই আশা ব্যক্ত করেন নবনিযুক্ত ম্যানেজিং কমিটির প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান শিক্ষক।

বহু টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্মতীর্থ ভবন এখন দুষ্কৃতীদের আখড়া!

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: লক্ষ লক্ষ টাকা সরকারি খরচে নির্মিত কর্মতীর্থ পরিনত হয়েছে দুস্কৃতিদের আড্ডায়, অব্যবহৃত অবস্থায় ঝোপঝাড়ে ঢাকা পড়ছে ভবন। রাজনৈতিক চাপানউতোর। এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের উদ্যেশ্যে সরকারী কোষাগারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তৈরী হয়েছিল কর্মতীর্থ। বছর ছয়েক আগে সেই কর্মতীর্থ নির্মাণের কাজও শেষ হয়। কিন্তু তারপর থেকে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে নষ্ট হচ্ছে বিশাল পরিকাঠামো। ভবন ক্রমশ ঢাকা পড়ছে ঝোপঝাড়ে। যে কর্মতীর্থ এলাকার বেশ কিছু বেকারের মুখে ভাত তুলে দিতে পারত সেই কর্মতীর্থ জুড়ে এখন শুধুই দুস্কৃতীদের দাপাদাপি। রাজ্যের অন্যান্য ব্লকের মতো বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকেও ২০১৭ সালে কর্মতীর্থ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। ওই বছরই নির্মাণের পর ঘটা করে তার উদ্বোধনও হয়। কিন্তু সেখানেই থেমে যায় কর্মতীর্থের পথচলা। ১০ টি স্টল ও দুটি লম্বা ছাউনিতে কোনোদিন না বসেছে বাজার না চলেছে ব্যবসা। স্থানীয়রা বলছেন কর্মতীর্থের মূল ভবন বছরভর থাকে তালাবন্ধ। বাইরের দুটি ছাউনিতে স্থানীয়রা বর্ষার দিনে ধান শুকান। বাকি সময় সেগুলিতে বসে দুস্কৃতিদের আখড়া। নিশ্চিন্তে দেদার চলে মদ্যপান। এহেন কর্মতীর্থকে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। এলাকার বিরোধী দলের বিধায়কের দাবি, সরকারি কোষাগারের যে ৬০ লক্ষ টাকা এই কর্মতীর্থের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তার একটা বড় অংশই তৃণমূল নেতাদের পকেটে ঢুকেছে কাটমানি হিসাবে। স্বাভাবিক ভাবেই কর্মতীর্থ যেভাবে তৈরী করলে বেকারদের কর্মসংস্থান হত সেভাবে তৈরী হয়নি। বিজেপি বিধায়কের অভিযোগ মানতে চায়নি তৃণমূল।
তৃণমূলের দাবি কাটমানি নিলে কর্মতীর্থটি তৈরি হল কীভাবে? বিধায়ক গত দুবছরে এলাকায় কোনো উন্নয়নমূলক কাজ না করে এখন শুধু শাসক দলকে দুষে বেড়াচ্ছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির দাবি ওই কর্মতীর্থের প্রতিটি স্টলই ভাড়া দেওয়া আছে। বেকার যুবকরা বিভিন্ন কারণে অন্যত্র ব্যবসা করলেও স্টলগুলিতে তাঁরা মালপত্র রাখেন। নিয়মিত খোলা হয় ওই কর্মতীর্থটি।

সুজয় কৃষ্ণকে জোকার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গেল ইডি

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: সব জল্পনার অবসান ঘটল। এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ১৩৪ দিন পর বুধবার রাতেই সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র কে জোকার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গেল ইডি। সূত্রের খবর অনুযায়ী বুধবার রাতেই তার কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে পারে জোকার ই এস আই এর বিশেষ টিম। বিশেষ অ্যাম্বুলেন্সে করে বুধবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ কড়া কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের পাহারার মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের চাকা এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে চাকা গড়ায় জোকার দিকে। বুধবার আদালতে শুনানির পরেই ইডির তৎপরতা বাড়ে এসএসকেএম হাসপাতালে। বুধবার সন্ধ্যায় এসএসকেএম হাসপাতালেনিয়ে আসা হয় বিশেষ ৫জি অ্যাম্বুলেন্স। যা আগেও নিয়ে আসা হয়েছিল কালীঘাটের কাকু সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রকে ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তাই মনে করা হচ্ছে ফের তাকে জোকার ইএস আই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালাবে ইডি। তার পাশাপাশি সিআরপিএফের একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক কার্ডিয়লজি বিভাগে প্রবেশ করেছেন।
মোট ৫০ জন জওয়ান অতি দ্রুত এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছয়। নিয়োগ দুর্নীতি মামলার ইডিট ২ তদন্তকারী আধিকারিক মিথিলেশ মিশ্র ও মুকেশ কুমার এস এস কে এম হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগে দ্রুততার সঙ্গে প্রবেশ করেন। সূত্রের খবর অনুযায়ী নিয়োগ মামলায় তদন্তের স্বার্থে কালীঘাটের কাকুর গলার কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা জরুরী বলে মনে করছে ইডি। কিন্তু মাঝে কালীঘাটের কাকুর শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় তাকে জেল থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। বহু বার এসএসকেএম হাসপাতালে সুজয় কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা।

বাগদার স্কুলে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সূচনা সাড়ম্বরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বাগদা

আপনজন: 'বিদ্যালয় হচ্ছে মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান। একজন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত পরিকল্পনা গড়ে দিতে পারে একজন শিক্ষক। শিক্ষকের সামান্য ইতিবাচক উৎসাহও শিক্ষার্থীকে অনেকদূর পৌঁছাতে সাহায্য করে।' গতকাল বাগদার 'গোয়ালবাগী খগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিকেতন'এর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষের সূচনায় প্রধান অতিথি হিঙ্গলগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড. শেখ কামাল উদ্দীন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে ফণীভূষণ চাকলাদারের নেতৃত্বে নীরদবরণ বালা, হরেন্দ্রনাথ মন্ডল, আশীষকুমার বিশ্বাসের সহযোগিতায় তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভা অধ্যক্ষ অপূর্বলাল মজুমদারের তৎপরতায় বর্তমানে পাঁচশো বিয়াল্লিশজন ছাত্রছাত্রীর এই বিদ্যানিকেতনের পথা চলা শুরু। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধক বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি, স্থানীয় বাসিন্দা জাফর আলি মণ্ডল বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এদিন উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, বাগদার এস.আই, মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দেবব্রত মণ্ডল, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হীরেন্দ্রনাথ সমাদরসহ উপস্থিত অতিথিরা 'প্রেরণা' নামে সুবর্ণজয়ন্তী মুক্তমঞ্চের দ্বারোদঘাটন করেন। এদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তিও উন্মোচন করা হয়। বিদ্যালয়ের জমিদাতা খগেন্দ্রনাথ চাকলাদারের মূর্তিতেও মাল্যদান করা হয়। এস.আই মিলনকান্তি পাল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি মানসিক বিকাশের উন্নতিতে সহায়তা করার আহ্বান জানান। প্রধান শিক্ষক জানান, আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সুবর্ণজয়ন্তী পালন করা হবে। দুই সহোদরা নীপা দাস ও প্রীতি দাসের উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশনের পর ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করে। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকা, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক লুৎফর রহমানসহ, খগেন্দ্রনাথ চাকলাদারের পরিবারের সদস্যরাও।

ফ্ল্যাটে একসঙ্গে তিন জনের দেহ উদ্ধার

জাহেদ মিস্ত্রী ● সোনারপুর

আপনজন: রাজপুর সোনারপুর পুরসভার পার্ক ৮৪ এর বহুতল আবাসনে ফ্ল্যাটের মধ্য থেকে তিনজনের দেহ উদ্ধার হল। তিন তলা আবাসন। মুলত বাড়িতেই থাকত তারা। সেরকম কোনো কাজ করতেন না। ২৮ তারিখ পরিবারের সাথে লাস্ট কথা। আজ পচা গন্ধ পায়। তারপর পুলিশকে খবর। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করেছে।নরেন্দ্রপুর মা বাবার ও ছেলে দেহে উদ্ধার কে চাঞ্চল্য ছড়ানো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার নরেন্দ্রপুর থানা অঞ্চলের গড়িয়া গরাগছাড় একটি তিন তলা ফ্লাটে। স্থানীয় সূত্রে খবর তিনজনে ওই একই ফ্লাটে থাকতেন কিছুদিন আগে পাশের ফ্ল্যাটের সঙ্গে কথা বলেছে শনিবার থেকে তাদের সঙ্গে আর কারো যোগাযোগ হয়নি। বুধবার ওই বিল্ডিংয়ে গন্ধ বেরোতে দেখে নরেন্দ্রপুর থানার খবর দেয় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ ঝুলন্ত অবস্থায় তিন জনের দেহ উদ্ধার করে.।পুলিশ সূত্রে খবর তিনজনেই হ্যাঙ্গিং অবস্থায় ছিল। এই তিনজনের নাম স্বপন মৈত্র(৭৫), স্ত্রী অপর্ণা মৈত্র(৬৮) ও সুমন রাজ মৈত্র(৩৯)। মূলত এরা বাড়িতেই থাকতো খুব একটা বাইরে বের হতো না। পরে দেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ।

কেশপুর ব্লক হবে জেলার সেরা: বিডিও

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: কেশপুর ব্লক হবে জেলার সেরার সেরা ব্লক, বললেন কেশপুরের বিডিও কৌশিশ রায়। বুধবার বিকাল চারটা নাগাদ বিডিও জানান, গত দুমাসে কেশপুর ব্লকে ২ কোটি টাকার রাস্তা ও নিকাশী হয়েছে, আগামী দুমাসে আরো তিন কোটি রাস্তা ও নিকাশী হবে। তিনি এদিন পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, গত দুমাসে ৩৭টি রাস্তা, ২১টি ড্রেন ও ২২টি সাবমার্সিবল হয়েছে যার খরচ প্রায় ২কোটি টাকা। আগামী ২ মাসে আরো ৩কোটি টাকার রাস্তা, ড্রেন ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজকর্ম হবে। তিনি আরো জানিয়েছেন, মোহবনি ডেভলপমেন্ট অথোরিটির মাধ্যমে ৪কোটি টাকার রাস্তার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে জেলা স্তরে। তাছাড়াও কেশপুর ব্লক জুড়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য বরাদ্দ হচ্ছে দেড় কোটি টাকা, বিভিন্ন কবরস্থানে প্রাচীর সহ বিভিন্ন কাজে বরাদ্দ হচ্ছে আরো এক কোটি টাকা। সব মিলিয়ে কেশপুর ব্লক কে অন্যান্য ব্লকের তুলনায় উন্নয়নে এগিয়ে দেবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

স্টুডেন্ট উইক মুরারিশা হাই মাদ্রাসায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বর্তমানে রাজ্যব্যাপী চলছে স্টুডেন্ট উইক। তারই অঙ্গ হিসাবে বুধবার বসিরহাটের মুরারিশা হাই মাদ্রাসায় স্টুডেন্ট উইক উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করেন স্থানীয় বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মন্ডল। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের অন্যতম সদস্য এ কে এম ফারহাদ বলেন, ছাত্রছাত্রীরা আগামীর ভবিষ্যৎ।তাই তাদের উন্নতিতে সকলের এগিয়ে আসা জরুরী।রাজ্যের শিক্ষাপ্রেমী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে জনহিতকর কাজ করে যাচ্ছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।এদিনের এই কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির সম্পাদক আব্দুর রশিদ মোল্লা, সভাপতি শেখ জাকির হোসেন, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক নুরুল হক বৈদ্য প্রমুখ।

গৃহস্থের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগ

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগরে এক গৃহস্থের বাড়িতে আগুন লাগানোর অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য জয়নগর থানার রাজাপুর-করাবেগ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাঁটরা গ্রামে।আর এই আগুন লাগানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দা জাকির মন্ডলের বাড়িতে। জানা গিয়েছে, জাকিরদের সঙ্গে পারিবারিক ঝামেলা ছিলো প্রতিবেশী কয়েক জনের সঙ্গে।সেই সঙ্গে জায়গা জমি নিয়ে বিবাদ ছিল। মঙ্গলবার রাতে সপরিবারে ঘুমিয়ে পরে জাকির মণ্ডলদের বাড়ির লোকজন। রাত একটার পর তাদের ঘুম ভেঙে যায় আগুনে।প্রতিবেশীরাই দেখতে পান যে মন্ডল বাড়িতে খড়ের চাল দাউ দাউ করে জ্বলছে।এরপর গ্রাম বাসীরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এবং গ্রামবাসীরাই মন্ডল পরিবারের সঙ্গে হাত লাগিয়ে জল দিয়ে আগুন নেভায়।তবে ততক্ষনে আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে বাড়িটি।
বিষয়টি বুধবার জয়নগর থানার পুলিশকে জানানো হয়।পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কুকীর্তির অভিযোগে পাকড়াও হল পুলিশ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রক্ষকই ভক্ষক এমনি অভিযোগ এক পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে। মালদহের মানিকচকে এলাকার গুণধর পুলিশের কুকীর্তি হাতেনাতে পাকড়াও করল গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচকের উগরীটোলা এলাকায়। গ্রামবাসীদের দাবী যুবতীকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে বারংবার সহবাস করলেও যুবকটি বর্তমানে বিয়েতে অস্বীকার করছে বলে অভিযোগ। তাই এদিন যুবতীর ঘর থেকে জেল পুলিশে কর্মরত যুবককে পাকড়াও করে তুলে দেওয়া হয় মানিকচক থানার হাতে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক শোরগোল এলাকায়। ঘটনা সম্পর্কে জানাগেছে এলাকারই এক যুবতীর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে মানিকচকের ডোমহাট মদনটোলার যুবক বাপি মন্ডলের সাথে। বাপি মন্ডল পেশায় একজন জেল পুলিশ কর্মী ,বর্তমানে নিউ জলপাইগুড়িতে কর্মরত। এলাকাবাসীরা সেই যুবতীর বাড়িতে ঘনঘন আসতেও দেখেছেন এই যুবককে। প্রথমে কিছু না জানা গেলেও পরবর্তীতে তাদের সম্পর্কের কথা জানতে পারে এলাকাবাসী।
তবে বেশ কিছুদিন আগেই সেই যুবতী এলাকাবাসীদের জানাই বিগত সাত মাস আগে সেই যুবক জেল পুলিসে চাকরি পাওয়ার পর থেকে তাদের সম্পর্ক ভেঙে দিতে চাইছে। এমনকি বিয়ের কথা বললে সেই যুবকটি অস্বীকার করে বলে অভিযোগ। কিন্তু এদিন অভিযুক্ত যুবক সেই যুবতীর সঙ্গে আবার দেখা করতে আসলে গ্রামবাসীরা খবর পেয়ে সেই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে। সেই যুবক-যুবতীকে একটি ঘরের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ তালা বন্ধ করে রাখেন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মানিকচক থানার পুলিস।এবং গুণধর সেই যুবক জেল পুলিসকে আটক করে। যুবতীর দাবী, তাদের মধ্যে দীর্ঘ চার বছরের প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্ক চলাকালীন বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারংবার সহবাস করেছে সেই যুবক।এমনকি তার কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়েছে বলে অভিযোগ।তবে সাত মাস আগে সে রাজ্য সরকারের জেল পুলিসের চাকরি পাওয়ার পর থেকে তার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাইনি যুবকটি।বিয়ে করতেও অস্বীকার করছে। তার দাবি যুবককে তাকে বিয়ে করতে হবে, নইলে আইনের দ্বারস্থ হবে।

লালন শেখের মৃত্যু তদন্তে নবগঠিত সিটের প্রতিনিধিদল সরজমিনে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: ২০২২ সালের ২২ শে মার্চ আততায়ীর ছোড়া বোমার আঘাতে খুন হয় রামপুরহাট এক নম্বর ব্লকের বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেসের উপপ্রধান ভাদু সেখ। খুনের বদলা নিতে ঐ রাতেই একাধিক বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ঘটানোর ফলে পুড়ে মৃত্যু হয় দশজনের।অগ্নিসংযোগের মূল অভিযুক্ত ছিলেন নিহত ভাদু সেখ এর ছায়া সঙ্গী লালন সেখ। সিবিআই অভিযুক্ত লালন সেখ কে পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে গ্রেফতার করে এবং আদালতের নির্দেশে নিজেদের হেফাজতে নেই। তদন্তের স্বার্থে সিবিআই তাদের অস্থায়ী অফিস রামপুরহাট পান্থশ্রী গেস্ট হাউসে লালন সেখকে রাখেন।সেখানে থাকাকালীনই লালন শেখের মৃত্যু হয় রহস্যজনক ভাবে।মৃত লালন সেখ এর মৃত্যুর তদন্তের জন্য দায়িত্ব পান নতুনভাবে গঠিত সিট সেই মোতাবেক আজ বুধবার রামপুরহাট পান্থশ্রী গেস্ট হাউসে সিটের সাত প্রতিনিধিদল উপস্থিত হন। উল্লেখ্য একদা এখানেই সিবিআই এর অস্থায়ী ক্যাম্প ছিল। সিবিআই হেফাজতে থাকাকালীন ২০২২ সালের ১২ই ডিসেম্বর শৌচালয় থেকে লালন সেখ এর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। স্বামীর মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে ৭ জন সিবিআই আধিকারিকের নামে মামলা দায়ের করেছিলেন মৃত লালন শেখ এর স্ত্রীর রেশমা বিবি।সেই মামলা চলে কলকাতা হাইকোর্টে। সেখানে ৭জন সিবিআই আধিকারিকের সাথেই নাম জড়িয়ে ছিল বীরভূম জেলার গরু পাচার মামলার তদন্তকারী সিবিআই অফিসার সুশান্ত ভট্টাচার্যের।বগটুই কান্ডের তদন্তের দায়িত্বে যারা ছিলেন না, এরকমও কয়জন সিবিআই এর নাম জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হয় সিবিআই কতৃপক্ষ।সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে নতুন ভাবে সিট গঠন করে মৃত লালন সেখ এর তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।
সেইমতো আজ সাত সদস্যের সিবিআই প্রতিনিধিদল রামপুরহাট এসে পৌঁছেছেন। সিবিআই এর অস্থায়ী ক্যাম্প পান্থশ্রী গেস্ট হাউসে সরজমিনে ঘুরে দেখেন এবং তদন্ত শুরু করেন, সাথে ছিলেন রামপুরহাট মহকুমা আদালতের এক বিচারক।

প্রথম নজর

পদত্যাগ করলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে ‘ইহুদি বিদ্বেষ’ আর ‘চুরি’ বিতর্কের জেরে পদত্যাগ করলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিন গে। গাজা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসে ইহুদি বিদ্বেষ বাড়া নিয়ে মন্তব্যের পর থেকে তার বিরুদ্ধে গবেষণাপত্রে চুরি করার অভিযোগ ওঠে। নানা বিতর্কের এক পর্যায়ে মঙ্গলবার তিনি পদত্যাগ করেন।
ক্লাউডিন গে এ নিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করে সবাইকে জানাতে চাই আমি প্রেসিডেন্টের পদ ছেড়ে দিচ্ছি। জাতিগত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আমার মনোভাব ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের যথাযথতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বেশ কষ্টদায়ক ছিল। এ জন্য জাতিবিদ্বেষীদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হুমকি পেতে হয়েছে। গত বছরের জুলাইয়ে হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পেয়েছিলেন ক্লাউডিন গে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ৩৮৭ বছরের ইতিহাসে তিনিই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট। ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষ বেড়ে যাওয়া নিয়ে গত ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের শিক্ষা কমিটিতে যে শুনানি হয় তাতে অংশ নিয়েছিলেন ক্লাউডিন গে।
ওই শুনানিতে রিপাবলিকান এক আইনপ্রণেতা ক্যাম্পাসে ইহুদি বিদ্বেষ নিয়ে তার আচরণবিধি জানতে চাইলে তিনি অনেকটা এড়িয়ে যান। এতে সমালোচনার মুখে ৭০ আইনপ্রণেতা ক্লাউডিন গে-সহ আরও দুজনের পদত্যাগ দাবি করেন। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ৭ শতাধিক শিক্ষক তার সমর্থনে একটি চিঠিও লিখেছেন। জয়েন্ট স্টেটমেন্ট বাই হার্ভার্ড প্যালেস্টাইন সলিডারিটি গ্রুপস অন দ্য সিচুয়েশন ইন প্যালেস্টাইন শীর্ষ যৌথ বিবৃতিতে ৩৪টি ছাত্র সংগঠন স্বাক্ষর করেছিল। ইসরায়েলের নিন্দা জানানোর মধ্যে শামিল হয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও। এই মানবাধিকার সংস্থাটি আইভি লিগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় হলো আইভি লিগেরই একটি প্রতিষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্রের আটজন প্রেসিডেন্ট এবং সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান চারজন বিচারপতি হার্ভার্ডের সাবেক শিক্ষার্থী।
বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, হামাসের এই আকস্মিক হামলা অকারণে বা হাওয়া থেকে হয়নি। ইসরায়েলি সরকার ফিলিস্তিনের বাসিন্দাদের দুই দশকের বেশি সময় ধরে একটি উন্মুক্ত জেলখানার মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য করছে। আমরা এখানে স্বাক্ষরকারী ছাত্র সংগঠনগুলো চলমান সহিংসতার জন্য এককভাবে ইসরায়েলি বর্ণবাদী রাষ্ট্রকেই দায়ী মনে করি।
স্বাক্ষরকারী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে মুসলিম ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের সমর্থক গ্রুপের পাশাপাশি হার্ভার্ড জিউস ফল লিবারেশন এবং আফ্রিকান আমেরিকান রেসিস্ট্যান্স অর্গানাইজেশনের মতো বিভিন্ন গ্রুপও রয়েছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত কয়েকজন অ্যালামনাই ছাত্রসংগঠনগুলোর ফিলিস্তিনের পক্ষে বিবৃতি দেওয়ার নিন্দা জানিয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ায় জেগে উঠেছে আগ্নেয়গিরি, সরানো হল প্রায় দু হাজার মানুষকে

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব নুসা টেংগারা প্রদেশের লেওতোবি লাকি-লাকি নামের একটি আগ্নেয় পর্বত সক্রিয় হয়েছে, পর্বতটিতে সেদিন থেকে শুরু হয়েছে অগ্নুৎপাতও। এ কারণে আগ্নেয় পর্বতের আশপাশের এলাকা থেকে ২ হাজারেরও বেশি মানুষকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যম এএফপিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তা বেনেডিক্টাস বলিবাপা হেরিন।
দেশটির আগ্নেয়গিরি এবং ভূতত্ত্ব গবেষণা ও এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবিলা সংস্থা সেন্টার ফর ভলকানোলজি অ্যান্ড জিওলজিক্যাল হ্যাজার্ড মিটিগেশন (পিভিএমবিজি) জানিয়েছে, অগ্নুৎপাতের ফলে নির্গত ছাই লেওতোবি লাকি-লাকি পর্বতটির জ্বালামুখ থেকে ৪ হাজার ৮০০ ফুট (১ দশমিক ৫ কিলোমিটার) পর্যন্ত ওপরে উঠছে।

কাসেম সোলাইমানির স্মরণসভায় জোড়া বিস্ফোরণ, নিহত বেড়ে ১০৩

আপনজন ডেস্ক: ইরানের বিপ্লবী গার্ডের জেনারেল কাসেম সোলাইমানির হত্যার চতুর্থ বার্ষিকীতে তার সমাধির কাছে জোড়া বিস্ফোরণর ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১০৩ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় এখনো আহত রয়েছেন ১৪১ জন। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
এদিকে এই ঘটনাকে সন্ত্রাসী হামলা বলে চিহ্নিত করেছে ইরানের স্থানীয় কর্মকর্তারা। বেশ কয়েকটি গ্যাস সিলিন্ডারের মাধ্যমে এ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলেও জানিয়েছে দেশটির জরুরি সার্ভিস বিভাগ।
এর আগে দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জানানো হয়, জেনারেল কাসেম সোলাইমানির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে হাজার হাজার মানুষ কেরমান প্রদেশের ‘শহীদ গুলজার’ কবরস্থানের দিকে যাওয়ার পথে ঐ বিস্ফোরণ ঘটে। প্রথম বিস্ফোরণটি হয় সোলাইমানির সমাধি থেকে ৭০০ মিটার দূরে। দ্বিতীয় বিস্ফোরণটি সমাধি থেকে এক কিলোমিটার দূরে।
সোলাইমানির কবর জিয়ারতকারীদের পথে বিস্ফোরণের বিষয়টি নিশ্চিত করে কেরমানের গভর্নরের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, এগুলো গ্যাস বিস্ফোরণ ছিল না কি সন্ত্রাসী হামলা তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রথম বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ পরই দ্বিতীয় বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

গাজায় রেড ক্রিসেন্ট দপ্তরে হামলাকে ‘বিবেকহীন’ বললেন ডব্লিউএইচও প্রধান

আপনজন ডেস্ক: গাজায় ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সদর দপ্তরে হামলাকে বিবেকহীন বলে নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসিস।
সংঘাতের সময় স্বাস্থ্যকে কখনই হামলার লক্ষ্য করা উচিত নয় বলে টেড্রোস আধানম গেব্রিয়াসিস মঙ্গলবার বলেছেন, গাজাবাসীরা একটি ‘ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের’ মুখোমুখি হচ্ছে।
ফিলিস্তিন রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (পিআরসিএস) বলেছে, ইসরায়েল দক্ষিণের শহর খান ইউনিসে তাদের সদর দপ্তরে দু’বার আঘাত হেনেছে। যার ফলে বাস্তুচ্যুত লোকেদের মধ্যে ‘পাঁচ জন নিহত ও তিন জন আহত’ হয়েছে। আহতরা সেখানে ও কাছাকাছি একটি হাসপাতালে আশ্রয় চেয়েছিল।
আধানম এক্স-এ বলেছেন, ‘আমি পিআরসিএস-চালিত আল-আমাল হাসপাতালে আজকের হামলার নিন্দা জানাই। ডাব্লিউএইচও’র কর্মী ও জাতিসংঘের মানবিক সংস্থা ওসিএইচএ-এর সহকর্মীরা মঙ্গলবার এই সুবিধাগুলোতে একটি মিশন হাতে নিয়েছিল। সেখানে তারা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ও বাস্তুচ্যুত বেসামরিক লোকদের দেখেছে।’
১৪ হাজার মানুষ হাসপাতালে আশ্রয় নিচ্ছেন উল্লেখ করে জাতিসংঘ স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বলেন, ‘তাদের মধ্যে অনেকেই এখন চলে গেছে। যারা বাকি আছে তারা তাদের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত ভীত। তারা আশ্রয় ও সুরক্ষার জন্য জায়গাটি ছাড়ার পরিকল্পনা করছে।’
তিনি বলেন, ‘হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স, স্বাস্থ্যকর্মী এবং যারা সেবায় নিয়োজিত তাদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে সর্বদা রক্ষা করতে হবে। আজকের বোমাবর্ষণ অবাঞ্ছিত। গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই ভেঙ্গে পড়েছে। হামলার কারণে রোগীদের জীবন বাঁচাতে স্বাস্থ্য ও সাহায্য কর্মীদের প্রচেষ্টা ক্রমাগত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।’
তিনি ‘ক্ষুধা, রোগের বিস্তার এবং স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটেশনের অভাবে গাজাবাসীরা অবর্ণনীয় পরিস্থিতিতে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। গাজার নাগরিকদের খাদ্য, চিকিৎসা সেবা ও পানির সরবরাহ পাওয়ার জন্য জরুরি পদক্ষেপের পাশাপাশি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেছেন তিনি।

গাজা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হিসেবেই থাকবে: যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: গাজা ছেড়ে ফিলিস্তিনিদের অন্য দেশে চলে যাওয়া এবং উপত্যকায় নতুন ইসরায়েলি বসতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে দুই ইসরায়েলি মন্ত্রী সম্প্রতি যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এ ধরনের বক্তব্যের সমালোচনা করে এক বিবৃতিতে বলেন, গাজা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড এবং তা ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড হিসেবেই থাকবে। হামাস ভবিষ্যতে আর এর নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারবে না। কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসরায়েলকে হুমকি দিতে পারবে না। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার তিনি এ কথা বলেন।
স্টেট ডিপার্টমেন্টের বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা সব সময়ই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে এসেছি গাজা ফিলিস্তিনি ভূমি এবং তা ফিলিস্তিনি ভূমি থাকবে। হামাস আর ভবিষ্যতে এই ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ করবে না এবং কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসরায়েলকে হুমকি দিতে সক্ষম হবে না। ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিরা পাশাপাশি থাকবে এবং বিশ্বের স্বার্থে আমরা এটাই চাই।
সম্প্রতি দুই ইসরায়েলি মন্ত্রী বলেছেন, তারা মনে করেন গাজা থেকে অন্য দেশে চলে যাওয়ার জন্য ফিলিস্তিনিদের উদ্বুদ্ধ করা উচিত। গাজায় ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের ফেরত পাঠানো উচিত বলেও মনে করেন তারা।
গত ৭ অক্টোবর ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইসরায়েলি সীমান্ত পেরিয়ে হামলা চালানোর পর থেকেই ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় নির্বিচারে বিমান ও স্থল হামলা শুরু করে। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের মতে, ইসরায়েলি হামলায় এখন পর্যন্ত অন্তত ২২ হাজার ১৮৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে ৫৭ হাজার ৩৫ জন। ইসরায়েলি হামলায় গাজার ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি ও ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে প্রায় ২ মিলিয়ন বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

নিউজিল্যান্ডে ছুটির দিনে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডে ক্রিসমাস-নববর্ষের সময় সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯ জন নিহত হয়েছেন, যা পাঁচ বছর আগের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। বুধবার দেশটির সরকারি পরিসংখ্যানে এ তথ্য জানিয়েছে।
নিউজিল্যান্ড অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন (এএ) জানিয়েছে, দেশটিতে সড়ক নিরাপত্তা পিছিয়ে যাচ্ছে। এএ’র সড়ক নিরাপত্তার মুখপাত্র ডিলান থমসেন বলেছেন, ভালো চালকদের ক্ষেত্রেও মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি চালকদের আত্মতুষ্ট না হওয়ার জন্য সতর্ক করেছেন।
স্থানীয় পরিবহন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, রাস্তায় চালকদের সিটবেল্ট না পরার কারণে প্রচুর দুর্ঘটনা ঘটে।
দেশটির সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ২০২৩ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ২০২২ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৭২।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ঠাণ্ডায় কাবু সুইডেন, তাপমাত্রা মাইনাস ৪৩.৬ ডিগ্রি

আপনজন ডেস্ক: সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়েতে চলছে অস্বাভাবিক শৈত্যপ্রবাহ। গত ২৫ বছরের রেকর্ডে এত কম তাপমাত্রা এই অঞ্চলে দেখা যায়নি। সারা সুইডেনে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে অস্বাভাবিক তীব্র শৈত্যপ্রবাহ জনজীবনকে স্থবির করে দিয়েছে। সুইডেনের উত্তর নরবোত্তেন এলাকার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া যেন কেউ বাইরে না বের হয়।
এমনকি নিরাপত্তার কারণে সব পাবলিক ট্রান্সপোর্ট চলাচলও বন্ধ ঘোষণা করেছে। শুধু সুইডেন নয় ফিনল্যান্ড ও নরওয়েতেও শীতের প্রকোপে বিপাকে সাধারণ মানুষ। গত ২৪ ঘণ্টা ধরে সুইডেনের বেশ কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা মাইনাস ৪০ ডিগ্রির নিচে রয়েছে। কিরুনার মিউনিসিপ্যালিটির বাইরে ভিটাঙ্গিতে স্থানীয় সময় আজ বুধবার সকালে তাপমাত্রা মাইনাস ৪০-এ নেমে এসেছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর।
ভিটাঙ্গির বাসিন্দা জোহানা হেনরিক্সন বলেন, ‘আজ সকাল ৬টায় আমাদের মাইনাস ৩৯.৮ ডিগ্রি ছিল। ঘরের ভেতরের তাপমাত্রা উষ্ণ বা স্বাভাবিক রাখতে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাতে হচ্ছে।’ ব্যাপক ঠাণ্ডার কারণে উত্তর সুইডেনের অনেক জায়গায় যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার কারণে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে বুধবার কাউন্টি ট্রাফিকের অধিকাংশ রুটের বাস চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সিইও ইঙ্গেলা কার্লসন উদ্বেগ জানিয়ে বলেন, আবহাওয়ার পূর্বাভাস যা নির্দেশনা করছে, তাতে এই শৈত্যপ্রবাহ বেশ কয়েক দিন স্থায়ী হবে, যা বেশ অস্বাভাবিক। কিরুনা পৌরসভার রেসকিউ সার্ভিসের অপারেশন লিডার বজর্ন কার্লস্ট্রোম সবাইকে সতর্ক করে বলেছেন, বাইরে যাওয়ার আগে একটু বাড়তি চিন্তা করতে। তিনি বলেন, ‘এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, পায়ের মোজা এবং সরঞ্জামের ভেতর পানি জমে বরফ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। আমাদের নিজস্ব কর্মী এবং যন্ত্রপাতিতে ঠাণ্ডা প্রতিহতের ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখা, বিশেষ করে যখন আমরা রেসকিউ অপারেশনের বাইরে থাকি। চলমান দুর্যোগের সময় আমাদের এখনো বড় কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। তবু আমরা সব দিক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করছি।’

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.১০ মি.

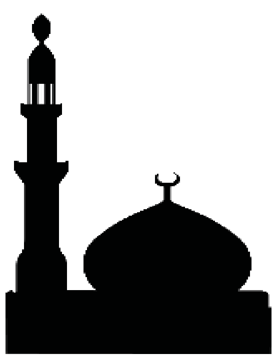

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৮
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৩.২৯	
মাগরিব	৫.১০	
এশা	৬.২৫	
তাহাজ্জুদ	১১.০১	

জাপানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ৬২

আপনজন ডেস্ক: জাপানে শক্তিশালী ভূমিকম্পের প্রভাবে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬২ জনে দাঁড়িয়েছে। বছরের প্রথম দিনে আঘাত হানা ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার প্রথমে দেশটির মধ্যাঞ্চলে ৭ দশমিক ৬ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এরপর একদিনে মোট ১৫৫টি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে দেশটিতে।

ফের নির্বাচনী প্রতীক হারাল ইমরান খানের পিটিআই

আপনজন ডেস্ক: ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) আবারও দলীয় প্রতীক ব্যাট হারিয়েছে। প্রতীক বাতিল করে প্রথমে নির্দেশনা দিয়েছিল দেশটির নির্বাচন কমিশন। পরে তা আবার প্রত্যাহার করে রায় দেয় আদালত। বুধবার পেশোয়ার হাইকোর্টের বিচারক ফের দলটির দলীয় প্রতীক বাতিল ঘোষণা করেছেন। ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়, পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশনের রিভিউ পিটিশনে পেশোয়ার হাইকোর্টের বিচারক এজাজ খান আগের দিন সংরক্ষিত এই রায় ঘোষণা করেন।
২২ ডিসেম্বর, পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন (ইসিপি) পিটিআই-এর আন্তঃদলীয় নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে এবং দলটির প্রতীক ক্রিকেট ব্যাট বাতিল ঘোষণা করে। গত ডিসেম্বরে দলের অভ্যন্তরীণ নির্বাচনে ব্যারিস্টার গোহর খান পিটিআইয়ের নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।
পেশোয়ার হাইকোর্টে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করেছিল পিটিআই। বর্তমানে রাষ্ট্রদ্রোহ, দুর্নীতিসহ একাধিক মামলায় অভিযুক্ত ইমরান খান রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে আছেন।
বিচারপতি এজাজ খানের সভাপতিত্বে শুনানির সময় পিটিআইয়ের কৌঁসুলি আনোয়ার বলেছিলেন, ইসিপি কোনো বিচারিক প্রতিষ্ঠান নয়। তিনি আরও বলেন, নিজের রায়ের পক্ষে বা বিপক্ষে আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া আদালত অবমাননার শামিল।

লেবাননে হামাসের কার্যালয়ে হামলা, শীর্ষ নেতাসহ নিহত ৪

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের রাজধানী বৈরুতের দক্ষিণাঞ্চলীয় উপশহর দাহিয়েহতে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের কার্যালয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত চারজন নিহত হয়েছে। বিবিসি, আল জাজিরা, রয়টার্স ও এএফপির প্রতিবেদনে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে এএফপি ও রয়টার্স বলছে, হামলায় হামাসের একজন শীর্ষ নেতা নিহত হয়েছে।
পরবর্তী সময়ে হামাসের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, হামলায় তাদের পলিটিক্যাল ব্যুরোর ডেপুটি প্রধান সালেহ আল-আরোরি নিহত হয়েছেন।
লেবাননের রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি ড্রোন হামলার কারণে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।
এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বিবিসিকে বলেছে, তারা বিদেশি মিডিয়ার প্রতিবেদন নিয়ে কোনো মন্তব্য করবে না।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ০৪ সংখ্যা, ১৮ পৌষ ১৪৩০, ২১ জমাদিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

অধিক বুদ্ধিমান?

এ কটু চালাক না হইলে নাকি এই যুগে আসিয়া টিকিয়া থাকা মুশকিল। বাঙালির চালাকি নাকি হাড়ে-মজ্জায়। যদিও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—এখন করিবে চালাকি, পরে বুঝিবে জ্বালা কী? আপাতদৃষ্টিতে অনেকেই মনে করেন, পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ নাকি বোকা। কারণ, তাহারা উপরচালাকি করেন না। তাহাদের মন-মুখ সাধারণত আলাদা হয় না। তাহারা যখন যেই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন, তখন তাহাকে অন্তর হইতে লালন করেন। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ খুব ভালো করিয়া জানেন, কী করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠানকে ভাঙাইয়া খাওয়া যায়। একটি প্রতিষ্ঠান হইল সোনার ডিম পাড়া হাঁস; কিন্তু এই হাঁসটির পেট হইতে তত্ক্ষণাত্ অধিক ডিম পাইতে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ পেট কাটিয়া ফেলিতেও দ্বিধা করেন না। হাঁস মারা গেলে তাহাদের কী? তাহারা তো হাঁসের মালিক নহেন। এই চিত্র সর্বত্র বিরাজিত। সরকারের উপরমহল হইতে রাস্তার ফুচকা বিক্রেতার বেতনভুক ছোট কর্মচারী পর্যন্ত এই মানসিকতায় নিজেকে বিশেষ ‘চালাক’ বলিয়া মনে করেন।

উদাহরণস্বরূপ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণের কথাই বলা যায়। সরকার যখন একটি প্রকল্প গ্রহণ করে, তখন তাহার অনেক হিসাবনিকাশ থাকে। সরকারের ভাবমূর্তি, প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের বিষয় ছাড়াও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে আগাইয়া লইবার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাত্ উদ্দেশ্য অত্যন্ত সত্ ও ইতিবাচক; কিন্তু যাহারা এই সকল প্রকল্প বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, তাহাদের একেবারে উপরস্তর হইতে নিচের সারি অবধি অধিকাংশ কর্মচারীর ভাবনা থাকে ঐ উন্নয়ন হইতে কী করিয়া ‘টু-পাইস’ অতিরিক্ত উপার্জন করা যায়! এই ক্ষেত্রে তাহারা কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফাটাই চাহেন, দেশের উন্নয়ন লইয়া তাহাদের মাথাব্যথা নাই। তেমনিভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মীরা সাধারণত নিজেদের আখের গুছাইতেই ব্যস্ত থাকেন। প্রতিষ্ঠানের লাভক্ষতি লইয়া তাহাদের মাথাব্যথা থাকে না বলিলেই চলে। অনেকে বলিতে পারেন, প্রতিষ্ঠানও বহু ক্ষেত্রে তাহার কর্মীদের প্রতি ন্যায্যবিচার করেন না, যখন-তখন চাকুরিচ্যুত করিয়া থাকেন; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রতিষ্ঠানকে দেশের আইনের ভিতরে একটি নিয়মের মধ্যেই চলিতে হয়। এই জন্য প্রতিষ্ঠান যাহা করে নিয়মের মধ্যে করে। কোনো প্রতিষ্ঠানেরই সাধারণত যথেচ্ছাচার আচরণ করিবার সুযোগ নাই। প্রতিষ্ঠানকে আত্মগত না করিবার কারণে তৃতীয় বিশ্বে শতাব্দী এমনকি অর্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া খুব অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই টিকিয়া থাকিতে পারে। অথচ উন্নত বিশ্বের মানুষ তাহাদের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আত্মোত্সর্গ করিয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠানকে তাহারা নিজের সত্তার অংশ বলিয়া মনে করেন। এই জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিও তাহাদের শিকড় বিছাইতে পারে বহু দূর অবধি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারা মাথা উঁচু করিয়া টিকিয়া থাকে।

প্রশ্ন হইল, নিজেদের ব্যক্তিগত আখের না গুছাইয়া প্রতিষ্ঠানের প্রতি নিবেদিত থাকিয়া উন্নত বিশ্বের মানুষ কি বোকামি করেন? তৃতীয় বিশ্বে যাহারা নিজের আখের গুছাইতে সদাব্যস্ত—তাহারাই তো চালাক। বলিবার অপেক্ষা রাখে না—অতি চালকের গলায় দড়ি। সেই যে একটি বিখ্যাত কার্টুন আছে, একটি নৌকার এক প্রান্তে বসিয়া আছে চালাক ও সুবিধাবাদী কিছু লোক, অন্যপ্রান্তে আছে কিছু সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের প্রান্তে নৌকাটির তলায় হঠাত্ একটি বড় ফুটা হইয়া যায়। সেই ছিদ্র ঠিক করিতে সাধারণ মানুষ যখন প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, তখন অন্য প্রান্তের সুবিধাবাদী নিজেদের লইয়া আত্মনিমগ্ন রহিয়াছে। ভাবিতেছে, নৌকার ঐ প্রান্তে ফুটা হইলে আমাদের কী—আমাদের প্রান্তে তো ছিদ্র হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে, দেশের উন্নয়নকে নষ্ট করিয়া, সোনার ডিম পাড়া হাঁসের পেট কাটিয়া, প্রতিষ্ঠানের প্রতি ন্যূনতম ভালোবাসা না রাখিয়া সুবিধাবাদী চালক মানুষ অল্প কিছুদিন ভালো থাকিতে পারেন মাত্র। উন্নত বিশ্ব কেন উন্নত হইয়াছে, তাহার উত্তর তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার ভিতরেই লুকাইয়া রহিয়াছে। সুতরাং তৃতীয় বিশ্ব নাকি উন্নত বিশ্বের মানুষ প্রকৃত বুদ্ধিমান—তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। বুদ্ধিমান না হইলে কোনো জাতি টিকসই উন্নয়নের সোপান নির্মাণ করিতে পারে না।

••••••••••••

আরব লিগ ও ওআইসি কি শান্তি ফেরানোর সুযোগ নষ্ট করবে

ইসরায়েল টানা ৮৫ দিন গাজায় বোমা ফেলে আট সহস্রাধিক শিশু, ছয় সহস্রাধিক নারীসহ ২২ হাজারের মতো ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। হাসপাতালসহ অগণিত ভবন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ১৯ লাখ ফিলিস্তিনিকে ভিটেছাড়া করেছে। এ অবস্থায় জেনোসাইড কনভেনশনে (গণহত্যা সনদ) সই করা দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে (আইসিজে) ইসরায়েলের গণহত্যার অভিযোগকে খতিয়ে দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছে। এই পটভূমিতে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) এবং আরব লিগের সদস্যদেশগুলো এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। লিখেছেন **তাইয়েব আলী**।

গা জায় যুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর সামনে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখার প্রশ্নে একটি নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে। মুসলিম-অধ্যুষিত দেশের নাগরিকেরা তাঁদের সরকারগুলোকে বলে আসছেন, গাজায় যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং সে কারণে ফিলিস্তিনিদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাঁরা তাঁদের সরকারগুলোকে বলছেন, এ বিষয়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে। জনগণের সেই আহ্বানে এখন সেই সরকারগুলোর সাড়া দেওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ইসরায়েল টানা ৮৫ দিন গাজায় বোমা ফেলে আট সহস্রাধিক শিশু, ছয় সহস্রাধিক নারীসহ ২২ হাজারের মতো ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। হাসপাতালসহ অগণিত ভবন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ১৯ লাখ ফিলিস্তিনিকে ভিটেছাড়া করেছে। এ অবস্থায় জেনোসাইড কনভেনশনে (গণহত্যা সনদ) সই করা দেশ দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে (আইসিজে) ইসরায়েলের গণহত্যার অভিযোগকে খতিয়ে দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার নেওয়া এই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত পদক্ষেপটি আন্তর্জাতিক সংঘাত সমাধানে এবং মানবাধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ভূমিকাকে এগিয়ে নেবে—এমনটাই মনে করা হচ্ছে। এই পটভূমিতে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (ওআইসি) এবং আরব লিগের সদস্যদেশগুলো এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

আইসিজেতে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আইনি পদক্ষেপ নেওয়াকে তারা সমর্থন দিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে নাকি বরাবরের মতো গাজা ইস্যুতে নির্বিকার থাকবে, সেটি এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো গণহত্যার বিরুদ্ধে আইসিজেতে যখন গাম্বিয়া মামলা করেছিল, তখন আরব লিগ এবং ওআইসি পূর্ণাঙ্গ সমর্থন দিয়েছিল। একইভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার এই আবেদনেও তাদের সমর্থন দেওয়া উচিত।আইসিজের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা যে সূক্ষ্ম ও আইনগত ভিত্তিযুক্ত আবেদন করেছে, সেটি এই প্রভাবশালী দেশগুলোর সামনে ন্যায়বিচার সমর্থনের সুযোগ এনে দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমর্থন দেওয়ার মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত ও আইনিভাবে গঠিত ফোরামে গুরুতর অভিযোগগুলোকে স্পষ্ট করতে পারে। আইসিজেতে দক্ষিণ আফ্রিকার এই আবেদনকে নিছক একটি অভিযোগ বলা যাবে না। এটি তার চেয়ে বেশি কিছু। এটি ৮৪ পৃষ্ঠার একটি বিশদ নথি, যা আইসিজের ওয়েবসাইটে রয়েছে। এটি যে কেউ চাইলে যখন ইচ্ছা পেতে পারে।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই পদক্ষেপ কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ কিংবা ইহুদিবিদ্বেষমূলক কাজ নয়। এটি জেনোসাইড কনভেনশনের বাধ্যবাধকতা পূরণের আবেদন। তবে ইসরায়েল বলছে, এটি নাকি সন্ত্রাসীদের সহযোগিতার নামান্তর। আদতে এটি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং ন্যায়বিচার ও মানবাধিকারের নীতিগুলোর প্রতি দায়িত্ব পালনের অংশ। এই আবেদনের মধ্য দিয়ে আইসিজের হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা গেলে ইসরায়েলের হাতে আরও প্রাণহানি ঠেকানো সম্ভব হবে। কোনো রাষ্ট্রই যে আন্তর্জাতিক আইনের ঊর্ধ্বে নয়, এর মাধ্যমে সেটি প্রমাণ করা সম্ভব হবে।

ওআইসি ও আরব লিগের সদস্যদের সামনে বাক্সর্বস্ব ভূমিকার বাইরে কার্যকর কিছু করার সুযোগ এনে দিয়েছে। প্রতিদিন টেলিভিশন স্ক্রিনে আমরা ইসরায়েলের মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের যেসব ছবি দেখি, তার বিরুদ্ধে এসব দেশের সরকারগুলো সরব হলে এবং আইসিজেতে দক্ষিণ আফ্রিকার নালিশ জানানোকে জোরেশোরে সমর্থন দিলে তারা তাদের জনগণের কাছে আগের চেয়ে আস্থাশীল হতে পারবে। আইসিজে বাইরের চাপ থেকে মুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে। দক্ষিণ আফ্রিকার আবেদনে ইসরায়েলের কোনো আপত্তি থাকলে তা আদালতে আইনি প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করা উচিত। আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে আদালতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতার নীতিগুলোকে দুর্বল করে।

এ বিষয়টিকেও ওআইসি এবং আরব লিগের দেশগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।

বিরোধ নিষ্পত্তিতে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে পারে এবং বৈশ্বিক মঞ্চে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহির নীতিগুলোকে সমুন্নত রাখতে পারে—এমন একটি ঐতিহাসিক আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হওয়ার সুযোগ আরব দেশগুলোর সামনে এসেছে। এই সুযোগ তাদের হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

ইসরায়েল আইনি প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার আবেদনের নিন্দা জানাচ্ছে। এ বিষয়টিকেও ওআইসি এবং আরব লিগের দেশগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।

বিরোধ নিষ্পত্তিতে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে পারে এবং বৈশ্বিক মঞ্চে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহির নীতিগুলোকে সমুন্নত রাখতে পারে—এমন একটি ঐতিহাসিক আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হওয়ার সুযোগ আরব দেশগুলোর সামনে এসেছে। এই সুযোগ তাদের হাতছাড়া করা উচিত হবে না।

তাইয়েব আলী ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অব জাস্টিস ফর প্যালেস্টিনিয়ানসের পরিচালক
মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

নতুন বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে

আপনজন ডেস্ক: নতুন বছরে বিশ্ব জনসংখ্যা ৮ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। মার্কিন আদমশুমারি ব্যুরোর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, গত বছরের তুলনায় জনসংখ্যা ৭৫ মিলিয়ন বৃদ্ধি পাবে।

পরিসংখ্যানগুলি যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যার গতিশীলতার মধ্যে আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি সহ বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধির হার মাত্র ১ শতাংশের নীচে প্রকাশ করে। ২০২৪ সালের ভোরে, বিশ্ব প্রতি সেকেন্ডে ৪.৩টি জন্ম এবং দুটি মৃত্যু দেখতে পাবে। এটি গত বছরের জন্য মাত্র ১ শতাংশের নিচে বৃদ্ধির হারের সমান। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। যুক্তরাষ্ট্র গত বছরে ০.৫৩ শতাংশের প্রবৃদ্ধি অনুভব করেছে। ১.৭ মিলিয়ন লোক যোগ করলে, মার্কিন জনসংখ্যা নববর্ষের দিনে ৩৩৫.৮ মিলিয়নে পৌঁছাবে। দ্য ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের জনসংখ্যাবিদ উইলিয়াম ফ্রে পরামর্শ দিয়েছেন, ২০২০ এর দশক হতে পারে মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে ধীর-বর্ধমান দশক। ফ্রে আশা করেন, ২০২০ থেকে ২০৩০ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রত্যাশিত বৃদ্ধির হার ৪ শতাংশের কম হবে। ফ্রে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে ধীর-বর্ধমান দশক ছিল ১৯৩০ এর দশক, মহামন্দার পরে যখন বৃদ্ধির হার ছিল ৭.৩ শতাংশ।

অবশ্যই, মহামারী বছরগুলি পেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধি কিছুটা বাড়তে পারে। কিন্তু এখনও ৭.৩ শতাংশে পৌঁছানো কঠিন হবে। '' যুক্তরাষ্ট্র ২০২৪-এর দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে প্রতি নয় সেকেন্ডে একটি জন্ম এবং প্রতি ৯.৫ সেকেন্ডে একটি মৃত্যুর সাক্ষী হতে পারে। এই পরিসংখ্যান সত্ত্বেও দেশটি অভিবাসন জনসংখ্যা হ্রাস রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষজ্ঞরা আশা করছেন, নেট আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রতি ২৮.৩ সেকেন্ডে মার্কিন জনসংখ্যায় একজনকে যুক্ত করবে। মোট, জন্ম, মৃত্যু এবং নেট আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সমন্বয় প্রতি ২৪.২ সেকেন্ডে একজন ব্যক্তির বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। ২০২৪ কে স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র, বিশ্বব্যাপী গড়ের অর্ধেক বৃদ্ধির হার সহ, জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের মুখোমুখি যা পরবর্তী দশকের জন্য বৃদ্ধির গতিকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করতে পারে।

জন গণ মন-এর চেতনার সঙ্গে মানুষকে সংযুক্ত করা এক বড় চ্যালেঞ্জ

যোগেন্দ্র যাদব

জ ন গণ মনের চেতনার সঙ্গে মানুষকে সংযুক্ত করা আজ ভারতের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। স্বভাবতই দেশ আছে মানেই জনগণ আছে। জনগণের রাজও রয়েছে। স্পষ্টতই মানুষের মনও আছে। জনগনের নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করার মঞ্চ নাও থাকতে পারে, জনমতের আওয়াজের কোনও অভাব নেই। টিভি, সংবাদপত্র, সোশ্যাল মিডিয়া সবাই জনমতের দাবিদার। কিন্তু মানুষের মন ও জনমতের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। জনমন ও জনমতের সংযোগকারী কোনও শক্ত সেতু নেই। মানুষের মনে ও মতামতে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কোনও উপায় নেই। জনসাধারণের নামে গণতন্ত্র লুট বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই।

এই লুট বন্ধ করাই আমাদের আজকের সময়ের চ্যালেঞ্জ। এবার দিল্লিতে দেশের ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস তার ৪ দিন আগে অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধনের ছায়ায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ২২ জানুয়ারি, সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যায় রামের মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় পৌরোহিত্য করবেন। তাঁর সঙ্গে থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালও। পুরুষোত্তম রামের নাম করে, ভোটব্যাঙ্কের কাজ করা হবে। যার সঙ্গে মর্যাদা, বিশ্বাস বা ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। জনগণের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে জনমত দখল করা হবে এবং গণতন্ত্র অপহরণ করা হবে। ঐতিহ্যের নামে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার এই রাজনৈতিক খেলার কার্যকর উত্তর হতে পারে আমদের ভারতের গভীর ঐতিহ্যকে স্মরণ করার মধ্য দিয়ে, জনগণের মনে চাপা থাকা সংস্কৃতিকে জাগ্রত করে এবং সম্প্রদায়ের দায়িত্বকে বাঁচিয়ে রেখে।

এ ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ জাগ্রত করার জন্য জানুয়ারি মাসটি সবচেয়ে উপযুক্ত। এই মাসে আমাদের প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয় বলেই নয়, আমাদের গানের মূল চেতনার প্রতিনিধিত্বকারী অনেক ঘটনা এবং দিন এই মাসে পড়ে। ২৬ জানুয়ারি দিবসটি আমাদের প্রজাতন্ত্রের মূল চেতনার দ্বৈত অভিব্যক্তি দেয়। এই দিনটি আমাদের সংবিধান কার্যকর হওয়ার দিন, এটি সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং এর মধ্যে নিহিত মূল্যবোধকে স্মরণ করার দিন। আবার, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় সংবিধান বাস্তবায়নের সিদ্ধান্তটি জাতীয় আন্দোলনের সময় পূর্ণ-স্বরাজের জন্য জাতীয় প্রস্তাবের দিনটিকে স্মরণ করার জন্য নেওয়া হয়েছিল।

জানুয়ারি মাস স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাষ বসুর জন্মবার্ষিকী, আজাদ হিন্দ ফৌজে সমস্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভারতীয় যোদ্ধাদের অংশগ্রহণের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ২০ জানুয়ারি সীমান্ত গান্ধী অর্থাৎ খান আব্দুল গফফার খানের জন্মবার্ষিকী যা আমাদের অহিংস সংগ্রামের শক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। ৯ জানুয়ারি উপজাতি বিদ্রোহ উলগুলানের দিন। লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকী ১১ জানুয়ারি, আমাদের মর্যাদার পাঠ শেখায়। জানুয়ারি মাস সামাজিক ন্যায়বিচারের সাংবিধানিক মূল্য স্মরণ করার সময়। ৩ জানুয়ারী সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মবার্ষিকী এবং ৯ জানুয়ারি ফাতিমা শেখের জন্মদিন নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ১৭ জানুয়ারী রোহিত ভেমুলার শহিদ দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সামাজিক ন্যায়বিচারের সংগ্রাম এখনও অসম্পূর্ণ। ইনকিলাব জিন্দাবাদের স্লোগান দেওয়া হাসরাত মোহানির জন্মবার্ষিকীও ১ জানুয়ারি।

এই মাসটি আমাদের দেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির উদার প্রকৃতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময়। দেশে, সংক্রান্তি উপলক্ষে, ১৩, ১৪, ১৫ জানুয়ারি বিভিন্ন নামে উত্সব পালিত হয় যা কোনও ধর্ম বা বর্ণের মধ্যে আবদ্ধ নয়। হিন্দু ধর্মের মহান ব্যাখ্যাকার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী ১২ জানুয়ারি। গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মবার্ষিকী ১৭ জানুয়ারি গুরু পরব হিসাবে পালিত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর শহিদ দিবস ৩০ জানুয়ারি আমাদের প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে এই মাসের সমস্ত উত্সকে সংযুক্ত করে। একজন হিন্দু উগ্রপন্থী কর্তৃক রাম ভক্তের হত্যা, রামের নামে পরিচালিত সমসাময়িক রাজনীতি সম্পর্কে সতর্ক করে। গান্ধীজির জীবন আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির চূড়ান্ত মূল্যবোধকে সকল ধর্মের সমতার সঙ্গে সংযুক্ত করে। ২০২৪ সালটি ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একটি নির্ধারক বছর হবে যা কেবল আমাদের দেশের অবস্থাই নয়, এর দীর্ঘমেয়াদী দিকনির্দেশনাও নির্ধারণ করবে। এই বছর শুরু করা জন গণ মন অভিযান আমাদের প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য সত্যিকারের অবদান হবে।

অনুবাদ: শুভম সেনগুপ্ত

প্রথম নজর

বৃদ্ধাশ্রমে দুয়ারে সরকার প্রকল্প নিয়ে হাজির মহকুমা শাসক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: বৃদ্ধাশ্রমে স্বজন হারাদের জন্য দুয়ারে সরকার প্রকল্প নিয়ে হাজির স্বয়ং বসিরহাটের মহকুমা শাসক। একইসঙ্গে হাতে হাতে শংসাপত্র প্রদান। ধন্যবাদ দিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে।ফুল , মিষ্টি, শীতের কম্বল দিয়ে স্বজন হারানোদের কাছে টেনে নিলেন প্রশাসনিক কর্তারা।মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াসে দুয়ারে সরকারের ৮ ম সংযোজনের কাজ চলছে সারা পশ্চিমবঙ্গে জুড়ে। তারই মহান এই পরিকল্পনার বাস্তবিক রূপায়নে সদা প্রস্তুত বসিরহাটের মহকুমা শাসক আশিষ কুমার । তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তির উপর ভর করে বসিরহাটের " আপন আলয় " বৃদ্ধাশ্রমে ৮ ,জন বিধবা মহিলা স্বজন থাকা স্বত্বেও যারা " চির স্বজন হারা " তাদের দরবারে মহকুমা শাসক , ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চিত্তজিত বসু সহ আরও অনেকে উপস্থিত হন এবং সরাসরি স্বাস্থ্যসাথী, বিধবাভাতা, খাদ্যসাথী ও অন্যান্য দুয়ারে সরকারের পরিষেবা প্রদান করা হয়। যা পেয়ে ভীষণভাবে পরিতৃপ্ত হন বিধবা মায়েরা। সাথে সাথে শীতের কম্বল, ফল, মিষ্টি এমনকি টয়লেট করার জন্য পেমপাসও ব্যক্তিগতভাবে মহকুমা শাসক প্রদান করেন বিধবা মায়েদের। বসিরহাটের মহকুমা শাসকের দুয়ারে সরকারের এই ভাবনাকে সাধুবাদ জানান বৃদ্ধাশ্রমের পরিচারিকা সহ মাননীয়া চেয়ারপার্সন অদিতি মিত্র মহাশয়া । এছাড়া বৃদ্ধাশ্রমে উপস্থিত পুষ্পরানী ঘোষ যিনি খাদ্যসাথী কার্ডের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন, সরাসরি মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে তৎক্ষনাত রেশন ডিলারের পরিবর্তন করে খাদ্যসাথী প্রকল্পটি চালু করা হয়। বৃদ্ধা মা দেবলা দাস, মীরা মিত্র সহ অন্যান্যদেরকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ও বার্ধক্যভাতা পরিষেবা দেবার জন্য সমস্ত কাগজগুলি মহকুমা শাসকের করনে দ্রুত জমা করার আবেদন করেন এবং পরিষেবা দেবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এই সুবিধা পেয়ে রীতিমতো ধন্যবাদ দিয়েছেন ওই বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা। রাজ্য সরকারের এতদিন যে প্রকল্প পাচ্ছিল না হাতেনাতে সরকারি প্রকল্পের সংশয় পত্র পেয়ে রীতিবো তো খুশি বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেওয়া মায়েরা।

ডায়মন্ড টু কচুবেড়িয়া চালু হল ক্রুজ পরিষেবা

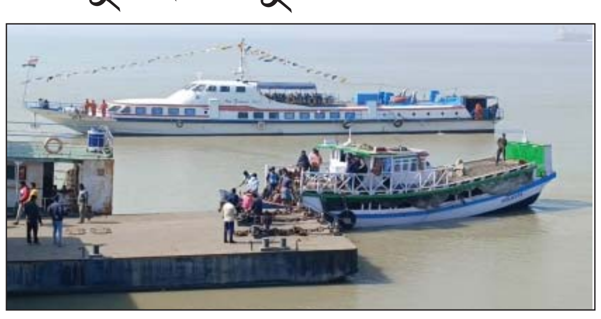

নকীব উদ্দিন গাজী ● ডা. হারবার

আপনজন: গঙ্গাসাগর মেলার আগে উদ্বোধন হলো ডায়মন্ড হারবার কচুবেড়িয়া বিলাসবহুল ক্রুজ পরিষেবা। যার ফলে গঙ্গাসাগর যাওয়া অনেকটা সহজ হবে পুণ্যার্থীদের। অনেক আগেই শুরু হয়েছিল বিলাসবহুল ক্রুজ পরিষেবার ট্রায়াল রান। বুধবার থেকে ডায়মন্ড হারবার পুরসভা ও অসপ্রে ওয়াটার ওয়েজ ইন্ডিয়া লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে এই পরিষেবার উদ্বোধন করা হয়। গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে সপ্তাহে ৭ দিন এই ক্রুজ পরিষেবা পাওয়া যাবে ডায়মন্ড হারবার ফেরিঘাট থেকে। প্রতিদিন সকাল ৯:৩০ মিনিটে ক্রুজ ডায়মন্ড হারবার থেকে কচুবেড়িয়ার উদ্দেশ্যে ছাড়বে। তবে গঙ্গাসাগর মেলা কটা দিন ১৩ জানুয়ারি থেকে ১৬ ই জানুয়ারি সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে ৪ ঘন্টা অন্তর দিনে ৩ বার পরিষেবা পাওয়া যাবে বলে জানান ক্রুজ কর্তৃপক্ষ অবশ্য অন্যান্য সময়ের থেকে ভাড়া একটু বেশি থাকবে গঙ্গাসাগর মেলাতে। ওয়ান ওয়ে টিকিট পরিষেবা ১৬০০ টাকা এবং টু ওয়ে টিকিট একসাথে কাটলে ৩হাজার টাকা এমনটা জানানো হয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে।

গঙ্গাসাগর মেলার ৪ টি দিন বাদ দিয়ে ক্রুজের টিকিট মূল্য থাকবে প্রিমিয়াম শ্রেণির জন্য ৬৩০ ও ইকোনমি শ্রেণির জন্য ৫৩০ টাকা। ক্রুজ পরিষেবার টিকিট অনলাইন সংস্থাটির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এমনকি অফলাইনেও পাওয়া যাবে বলে জানান কর্তৃপক্ষ।

আবৃত্তি কর্মশালা বালুরঘাটে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: উত্তরের রোববার আয়োজিত আবৃত্তি চর্চার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো বালুরঘাট বর্ণালী মঞ্চে। এই কর্মশালার মুখ্য বক্তা ছিলেন কলকাতার বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ও স্পিস থেরাপিস্ট পূজন ঘোষ। বাঙালির উত্তর দক্ষিণ শীর্ষক আবৃত্তি নির্মাণ ও আবৃত্তি, সঙ্গীত, নিয়ে মেতে উঠেছিল শহরের আবৃত্তি শিল্পীরা। এই কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন স্বপন কুমার বিশ্বাস। উত্তরের রোববার-এর কর্ণধার বিশ্বনাথ লাহা বলেন, 'আবৃত্তি শিল্পীদের সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতি শেখার জন্য এই কর্মশালার আয়োজন।' এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী ভাস্বতী ভট্টাচার্য, সুবীর চৌধুরী, কমল

দাস, বর্ণালী ঘোষ, তনিমা ভট্টাচার্য, সম্রাট দে, জয়িতা রায়, সৌমি ঘোষ সিনহা, কবি বিপ্লব রায়, সুরজ দাস, ইলা সূত্রধর, প্রমুখ ।

এছাড়াও আজকের এই কর্মশালায় তরুণ আবৃত্তি শিল্পীগণ, যারা আবৃত্তি পরিবেশন করেন, তারা হলেন তৃষান চক্রবর্তী, দেবায়ন মুখার্জি, সমজিতা চক্রবর্তী, স্বরলিপি বর্মন, সূর্যানী মালি, নিবেদিতা বর্মন, অঙ্কিতা হাজরা, অদ্রিজা জোয়ারদার, রিয়া সরকার, জয়দীপ দত্ত, বেদান্তিন লাহা প্রমুখ।

কেন্দ্রের নয়া পরিবহণ আইনের প্রতিবাদে জাতীয় সড়ক অবরোধ গাড়ির চালকদের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: কেন্দ্র সরকারের নয়া বিলের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের চসকাপুড়ে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন ড্রাইভাররা।

বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টা নাগাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় চসকাপুড় মোড় জাতীয় সড়কে। দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি চলে অবরোধ। তাতে কয়েক হাজার ড্রাইভার সামিল হন। বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় বিক্ষোভ কারিরা। বাস চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় হয়রানিতে পাড়ে বাস যাত্রারা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে সামসেরগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এলাকায়, পরে সামশেরগঞ্জ থানার

পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বল্লেও প্রায় ৩০ মিনিট পর বিক্ষোভ তুলে নেয় ড্রাইভাররা। উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি দিন কয়েক আগেই লোকসভায় ড্রাইভারদের নিয়ে বিশেষ একটি বিল উত্থাপন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বিলে উল্লেখ রয়েছে, কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সেখান থেকে যদি ড্রাইভাররা পালিয়ে যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং দশ বছর পর্যন্ত জেলের বিধান করা রয়েছে নয়া বিলে। দুর্ঘটনার পর অসুস্থ ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ড্রাইভাররা যদি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করেন তাহলে কিছুটা মকুব হতে পারে তাদের শাস্তি। কেন্দ্র সরকার এধরনের বিল নিয়ে আসতেই কার্যত ড্রাইভারদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ পরিলক্ষিত হয়।

ড্রাইভার দের অভিযোগ, কেউ ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা ঘটায় না। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটলে ড্রাইভাররা উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও তাদেরকে জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলে দেয়।

ফলে একপ্রকার বাধ্য হয়েই পালিয়ে যান ড্রাইভাররা। তাই ড্রাইভারদের বিরুদ্ধে এধরনের কঠোর বিল নিয়ে আসার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ড্রাইভারদের প্রতি একপ্রকার জুলুম বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা। অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করার দাবিতে মূলত সামশেরগঞ্জের চসকাপুড়ে বিক্ষোভ শুরু করেন ড্রাইভাররা।

গ্রামের মন্দিরে ভয়াবহ চুরি

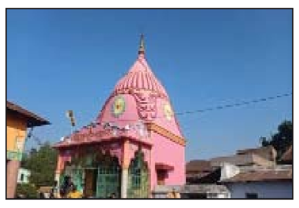

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: দুবরাজপুর অঞ্চলের যশপুর পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগরসহ চারটি গ্রামে মন্দিরের তালা ভেঙে চুরি হল। প্রায় ৫০০ বছর ধরে কৃষ্ণনগর গ্রামে রয়েছে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির। সকালে পুজো করতে এসে ব্রাহ্মণ দেখেন মন্দিরের তালা ভাঙ্গা তারপর কৃষ্ণের বাঁশি ঠাকুরের গলার চেন মাথার মুকুট পুজোর সামগ্রী সব খোয়া গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয়।সেবাইদের তরফ থেকে শুভেন্দু ব্যানার্জি দাবি করেন তিন চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি খোয়া গেছে এই মন্দির থেকে চুরির ফলে।

সোহায়-শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে উদ্যোগে সবুজের অভিযান

এম মেহেদী সানি ● দেগঙ্গা

আপনজন: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত রাজ্য সরকারের সবুজশ্রী প্রকল্পের অনুসরণ করে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা ব্লকের সোহায়-শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সবুজের অভিযান শীর্ষক কর্মসূচি। সোহাই কুমারপুর ফুটবল খেলার মাঠে সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ওই কর্মসূচীর আওতায় ৪৩০ জন নবজাতক কোলে মায়েদের হাতে একটি করে চারা গাছ তুলে দেওয়া হয় । কর্মসূচির উদ্দেশ্য হিসাবে সোহায়-শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইত্তেসাম খাতুন বলেন, 'প্রতিটি সন্তানের আর্থিক নিরাপত্তার পাশাপাশি এলাকার সবুজায়নের লক্ষ্যে আমাদের এই উদ্যোগ।' উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র, কুটির শিল্প ও বিদ্যুৎ কর্মাধক্ষ্য মফিদুল হক মিন্টু সাহাজী। সোহায়-শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের "সবুজ রক্ষা স্বপ্ন দেখা" কর্মসূচী নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প পরিষেবার কথা তুলে ধরেন। উপস্থিত ছিলেন বারাসাত হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ বিশিষ্ট চিকিৎসক সুজন মন্ডল, অজিদুল হক রিঙ্কু সাহাজি সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। প্রসঙ্গত রাজ্য সরকারের সবুজশ্রী প্রকল্পের মধ্যে দিয়েও রাজ্যের প্রতিটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাদের পরিবারের হাতে একটি গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়ে থাকে এবং গাছটির নামকরণ করা হয় নবজাতক শিশুটির নামানুসারে । ধীরে ধীরে ছোট শিশুটির সঙ্গেই বেড়ে উঠবে সেই গাছের চারাটি । শিশুর পরিবারকেও গাছের চারাটিকে নিজের শিশুর মতো করেই লালনপালন করতে হবে ও পরবর্তীকালে শিশু বড় হয়ে গাছটি তার প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারবে । প্রয়োজন পড়লে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সে আর্থিক কারণেও গাছটি ব্যবহার করতে পারবে। সবুজায়নের প্রয়োজনীয়তার স্বার্থে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মেকে সুরক্ষিত করতে মূলত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ ।

তাঁত ও মৃৎশিল্পীদের পাশে রাজ্য শিল্প দফতর

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় তাঁত শিল্প ও মৃৎশিল্পীদের পাশে দাঁড়াতে এবার তৎপর হল রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্প দপ্তর। শান্তিপুরের মৃৎশিল্প, এই শিল্পের দুরবস্থার কথা মৃৎশিল্পীরা তাদের বর্তমান পরিস্থিতির কথাও তুলে ধরেছিলেন। এবার এই মৃৎশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাশে দাঁড়ালো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র মাঝারি কুটির শিল্প দপ্তর। বুধবার কুম্ভকার অর্থাৎ শান্তিপুরের মৃৎ শিল্পীদের নিয়ে এক আলোচনা ও প্রশিক্ষণ সভার আয়োজন করা হয় একটি বেসরকারি লজে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি কুটির শিল্পর চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক কল্লোল খাঁ। উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, রানাঘাট এসডিও রৌনক আগরওয়াল সহ বিধায়ক এক ঝাঁক প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা। মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস জানান,রাজ্য সরকার মৃৎশিল্পীদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একদিকে যেমন তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে অন্যদিকে আর্থিক সহযোগিতাও করা হবে। তবে এই মৃৎশিল্প আগামী দিনে বিশ্ববাংলা দরবারে পৌঁছে যাবে এটা আমার বিশ্বাস। অন্যদিকে এসডিও রৌনক আগরওয়াল বলেন, যেসব মৃৎশিল্পীরা বিভিন্ন রকমের পুতুল তৈরি করছেন তারা যাতে আরো নতুনত্ব কিছু তৈরি করতে পারেন তার জন্যই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। আগামী দিনে রাজ্য সরকার এদের তৈরি পুতুল কিনে দেশ-বিদেশে রপ্তানি করবে। তাতে করে অনেকটাই এগিয়ে যাবে এই শিল্প।

উলুবেড়িয়ায় ডিওয়াইএফের পথসভা

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: চলতি বছরেই লোকসভা নির্বাচন।তার আগেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রচার অস্ত্রে শান দিচ্ছে বামেরা।সেই সঙ্গে নিজেদের আর্থিক সততার প্রমাণও দিতে চলেছে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই।

আগামী রবিবার তাদের ব্রিগেড সমাবেশ তার আগে বুধবার সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই- উলুবেড়িয়া-২ নং ব্লক লোকাল কমিটির সমর্থনে খলিশানী কালীতলা মোড়ে পথসভার আয়োজন করে।পথসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই নেত্রী দিপ্সিতা ধর।

উল্লেখ্য, ডিওয়াইএফআই-এর ব্রিগেডের সভার আগে শেষ হয়েছে রাজ্যজুড়ে তাদের ইনসাফ যাত্রা।গত মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ব্রিগেডে সমাবেশ আয়োজনে যা খরচ হবে, তার হিসেব জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে।

মীনাক্ষীর কথায়,'রাজ্যে যখন নিয়োগ থেকে শুরু করে সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে, তখন রাজনৈতিক স্বচ্ছতার জায়গা থেকে আমরা এই তালিকা প্রকাশ করব।রবিবার সাতটি এলাকা থেকে মিছিল বের হয়ে ব্রিগেডে যাবে বলে জানিয়েছেন মীনাক্ষী।

স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগে কার্তুজ!

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: স্কুল পড়ুয়ার ব্যাগে কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়ার ঘটনার চাঞ্চল্য। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের অন্তর্গত পাথরঘাটা এলাকার ঘটনা। জানা গিয়েছে, ওই এলাকারই একটি হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর এক পড়ুয়ার ব্যাগে এদিন কার্তুজ সহ আগ্নেয়াস্ত্র পায় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এরপরেই খবর দেয়া হয় বংশীহারী থানায় বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের তরফে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বংশীহারী থানার পুলিশ। ওই পড়ুয়ার কাছ থেকে কার্তুজ ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি পড়ুয়াকে এদিন বালুরঘাটে সিডব্লিউসি তে তোলা হয়।

এ বিষয়ে বংশীহারী থানার আইসি মনোজিৎ সরকার জানান, 'বিদ্যালয়ের তরফে আমাদের এই বিষয়ে জানানো হয়। ঘটনাস্থল থেকে আমরা কার্তুজ সহ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। পুরো বিষয়টি ক্ষতি দেখা হচ্ছে।'

প্রতিষ্ঠা দিবসের পরদিনই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে বোমাবাজি, আহত এক

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: গলসির এক নম্বর ব্লকের জাগুলি পাড়া গ্রামে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলে বোমাবাজি। মঙ্গলবার রাতের ওই ঘটনার জেরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় শেখ মনি নামে এক তৃণমূল কর্মীর মাথা ফাটে। জানা গেছে এদিন সন্ধ্যা নাগাদ গ্রামের বিধায়ক নেপাল ঘরুই ঘনিষ্ঠ রহমত মোল্লার গোষ্ঠী লোকজনের সাথে ব্লক সভাপতি জনার্দ্দন চ্যাটার্জ্জী ঘনিষ্ঠ সেখ আবুবক্কর ও জাকির মোল্লার লোকজনের মধ্যে ওই বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। সুত্রের খবর, বুধবার বর্ধমানে যুব তৃণমূল একটি সভায় লোক নিয়ে যাবার জন্য গ্রামে কর্মী বৈঠক করছিলেন রহমত মোল্লার লোকজন।

ওই সময় দুইপক্ষের মধ্যে ইট পাটকেলও ছোড়াছুড়ি চলে। এরপরই পরপর তিনটি বোমাবাজি হয় বলে জানা গেছে। ইটের আঘাতে মাথা ফাটে একজনের। মূলত গ্রাম দখলে রাখতে ওই বোমাবাজি বলে জানতে পারা গেছে। ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছে

দুইপক্ষ। এদিকে পরিবারের লোকেরা আহতকে প্রথমে পুরসা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতির জন্য তাকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন চিকিৎসকেরা। ঘটনার পরই গ্রামে আসে গলসি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

ঘটনাস্থলে আসেন ডিএসপি হেডকোয়াটার অতনু ঘোষাল। ঘটনায় অভিযুক্তদের খোঁজে গ্রামে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। গ্রামে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ। ঘটনায় চোদ্দ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘটনার পর থেকে থমথমে রয়েছে গ্রাম। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের পরদিনই এমন ঘটনায় বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ব্লক জুড়ে।

ইমামদের সামজিক কর্মসূচিতে এসডিপিও, মহকুমা শাসক, আইসি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি হল ঘরে বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানিজেশনের উদ্যোগে ইমাম মুয়াজ্জিনদের বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ট্রাই সাইকেল তুলে দেওয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ বহরমপুর জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার, সাংগঠনিক চেয়ারম্যান রবিউল আলম চৌধুরী, শাওনি সিংহ রায়, চাঁদ মোহাম্মদ ডাইরেক্টর পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন দপ্তর। মাগরিব সরকার, মেম্বার জেলা পরিষদ, সংগঠনের চেয়ারম্যান "শিক্ষারত্ন"পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক, মৌলানা মোঃ আনসার আলী, মৌলানাআব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন মুর্শিদাবাদ জেলা, মাওলানা মোজাফফর খান সভাপতি অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন ও সোশ্যাল ওয়েলফার অর্গানাইজেশন জেলা, বনমালী রায় মহকুমা শাসক লালবাগ, বিক্রম প্রসাদ এস.ডি. পি.ও. লালবাগ. আইসি মুর্শিদাবাদ থানা, প্রসন্ন মুখার্জি সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জ ব্লক। উক্ত সভায় মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সমস্ত ইমাম মুয়াজ্জিনদের উদ্দেশ্যে এবং সমাজ উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্তা দেন যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর তাই সকল ঈমান এবং মুয়াজ্জিনদের উদ্দেশ্যে বলেন শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং বাল্যবিবাহ সম্পর্কে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের অগ্রণী ভূমিকা জন্য দায়বদ্ধ। সভায় লালবাগ মহকুমা শাসক বনমালী রায় ইমাম মুয়াজ্জিনদের এই ধরনের সভাকে সাধুবাদ জানান এবং সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার ইমাম-মুয়াজ্জিনদেরকে এই ধরনের প্রোগ্রাম করার জন্য আহ্বান জানান ও অভিন্ন দেওয়ানি আইন সংক্রান্ত আলোচনা করেন। মুফতি নাজমুল হক সাহেব বলেন যে, এক নিশান. এক বিধান. এক প্রধান. সম্পর্কে সতর্ক থাকতে, ভারত বর্ষ গণতন্ত্র দেশ, আমরা গণতান্ত্রিক হিসাবে থাকতে চাই, এই আহবান জানান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নলেজ সিটিতে শুরু হল পৌষ মেলা

মনজুর আলম ● আমতলা

আপনজন: শান্তিনিকেতনের আদলে পৌষ মেলা উৎসবশুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলার সন্নিকটে মাদ্রাসার ঠেসের নলেজ সিটিতে। ৩ জানুয়ারি থেকে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। এই নলেজ সিটি, নলেজ সিটির কর্ণধার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আব্দুর রব বলেন, আমরা শান্তিনিকেতনের আদলে তৈরি করেছি এই নলেজ সিটি। এখানে ইয়াকুব আলী বিএড কলেজ, ল কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ফার্মেসিস কলেজ, দিল্লি পাবলিক স্কুল সহ ছটি কলেজ প্রায় ২০০ বিঘা জমির উপরে তৈরি হয়েছে। এদিন "কাব্য কথাই নলেজ সিটি" কাব্যগ্রন্থের এদিন উদ্বোধন করেন আব্দুর রব। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, ড. সুব্রত ঘোষ, বিনীতা পান্ডে, সাইমা খাতুন ও কিংশুক ভট্টাচার্য।

স্বনির্ভর করতে ৩১টি বকনা গরু বিতরণ

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন: মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া এলাকার গ্রামীণ অর্থনীতিককে চাঙ্গা করতে এবং পশু পালনের মধ্যে দিয়ে দুগ্ধ চাণিদের স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য হরিহরপাড়া ব্লক প্রাণীসম্পদ বিভাগ ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে ভাগীরথির পক্ষ থেকে বুধবার দুপুরে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের চত্বরে ৩১ টি বকনা গরু বিতরণ করা হয়। হরিহরপাড়া ব্লকের ১০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩১ জন চাষীকে বকনা গরু দেওয়া হল। পাশাপাশি রোগ নিরাময়ে ওষুধও দেওয়া হয়। গ্রামের চাষীদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানা গিয়েছে। বকনা গরু পেয়ে খুশি দুগ্ধ চাষীরা।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হরিহরপাড়ার বিডিও ছেরিং জাম ভুটিয়া , হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর পলাশ, ব্লক প্রাণীসম্পদ আধিকারিক ডঃ সন্তু দত্ত , পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ সাহিদা বিবি, বিশিষ্ঠ সমাজসেবী শাপিনুল বিশ্বাস, সহ অন্যান্যরা।

বস্ত্র বিলি ইমাম সংগঠনের

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: অল বেঙ্গল ইমাম-মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন এন্ড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের হাওড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে বুধবার উলুবেড়িয়ার মুশাপুরে জেলার প্রায় তিন শতাধিক ইমাম-মোয়াজ্জিনগণের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হল। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান সেখ ইনামুর রহমান, পৌরসভার সিআইসি সদস্য শেখ আকবর বিশিষ্ট ধর্মগুরু আব্দুল সালাম সাহেব, আলহাজ্ব সাইফুল আলম খান,খায়রুল বাসার খান, হাফেজ রিজাউল আলম, হাওড়া জেলা ইমাম সংগঠনের অন্যতম নেতা জনাব আয়ুব আলী,সেখ সাবিরুল হক প্রমুখ।

الدعوة
দাওয়াত

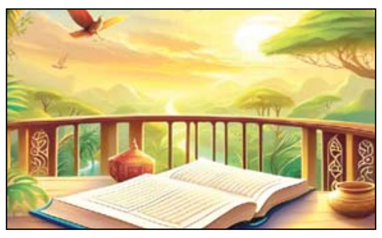

আত্মসমালোচনা ও পরকালের সঞ্চয়
আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

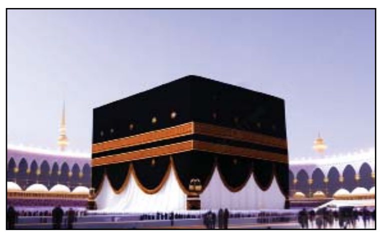

আজান-একামতের হুকুম ও ফজিলত
ধারাবাহিক: মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

আপনজন ■ বৃহস্পতিবার ■ ৪ জানুয়ারি, ২০২৪

আত্মসমালোচনা ও পরকালের সঞ্চয়

এরশাদ হোসেন

বিরামহীন সময়ের স্রোতে বর্ষ বিদায়–স্বাগত সন্ধিক্ষণে আত্মজিজ্ঞাসা–জীবনবৃক্ষের ৩৬৫টি ফুল দিয়ে ২০২৩ সালে সার্থক একটি মালা গাথা হলো কি? জীবনখাতার প্রতিদিনের ৮৬,৪০০ সেকেন্ডের অব্যবহৃত একটি সেকেন্ডও আমরা জমা রাখতে পেরেছি কি? পবিত্র কুরআনের আহ্বান '... ভেবে দেখো আগামীকালের জন্য কী সঞ্চয় করেছ।' (সূরা হাশর:১৮)।
ইসলামে সময়ের সদ্ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'ওয়াল আসর' বা পড়ন্ত বিকেল তথা মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত...' (সূরা আসর :০১)। প্রিয় নবি সা. বলেন 'এমনভাবে দুনিয়ায় বসবাস করো, যেন তুমি একজন মুসাফির অথবা স্রেফ পথ অতিক্রমকারী...' (বুখারি)। হজরত ওমর রা. তার এক খুতবায় বলেন, 'তোমার কাছে হিসাব চাওয়ার আগেই নিজের হিসাব করে নাও....' (তিরমিজি)।
২০২৩-এর বিদায়েও প্রয়োজন আত্মজিজ্ঞাসা ও হিসাব মেলানোর পালা–যে কাজ করা উচিত ছিল অথচ করা হয়নি এবং যে কাজ করা ঠিক হয়নি অথচ করা হয়েছে, তা কি যথার্থ হয়েছে?
ইসলামে 'মুহাসাবা', 'ইহতিসাব' শব্দের দ্বারা আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমালচনাকে বোঝায়। লিসানুল আরব অভিধানে আছে, মুহাসাবা অর্থ গণনা, হিসাব করা। ইহতিসাব অর্থ সওয়াবের আশা, আত্মসমালোচনা। অর্থাৎ, হিসাব, গণনা, পর্যালোচনা ইত্যাদি। আত্মসমালোচনাকে আরবিতে 'মুহাসাবা-ই নাফস' বলে।
দুয়ারে কুয়াশার চাদর মোরা নববর্ষ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ সমাগত। বর্ষপরিক্রমায়ও রয়েছে মহান আল্লাহ্র অমোঘ বিধান–'তিনি সূর্যকে প্রচণ্ড দিপ্তি দিয়ে/ চাঁদ বানিয়ে দিলেন স্নিগ্ধতা ভরে,/ বছর গণনা ও হিসাবের তরে' (কাব্যানুবাদ, সূরা ইউনুস, আয়াত :০৫)। এছাড়া পবিত্র কুরআনে ১২ মাসে এক বছর প্রসঙ্গে আছে 'নভোমণ্ডল-ভূমণ্ডল সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহ্ ১২টি মাস নির্ধারণ করেছেন....' (সূরা তওবা, আয়াতাংশ :৩৬)। নববর্ষ, বঙ্গাব্দ বা ইংরেজি বর্ষবরণ, হোক না তা হিজরি সনের প্রথম দিন। মনে রাখতে হবে, আমরা মুসলমান, আমাদের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গে শৈথিল্যের অবকাশ নেই। প্রিয় নবি সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কারো সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, আবার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করবে অথবা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দান করা থেকে বিরত থাকবে, সে-ই তার ইমানকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিল' (তিরমিজি)।
প্রিয় নবি সা.-এর নবুওয়াতপূর্ব জাহিলিয়াত বা 'মূর্খতার যুগের' উত্সবে ছিল না নৈতিকতার ছোঁয়া। আইয়ামে জাহিলিয়াতের আরবরা যুদ্ধবিদ্যা, অতিথিসেবা, পশুপালন, দেশভ্রমণ, আন্তদেশীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদিতে ছিল বিখ্যাত। শিল্প-সাহিত্যেও কম যায়নি তারা। সেই সময়ের ইতিহাসখ্যাত ছিল 'উকাজের মেলা'। কবিতা উত্সবের সর্বশ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতা 'সাবউল মুয়াল্লাকাত' স্থান পেয়েছিল পবিত্র কা'বার দেওয়ালে। ছিল নববর্ষ পালন ও ঘৌড়দৌড় উপলক্ষ্যে প্রচলিত দুটি উত্সব 'নওরোজ' ও 'মেহেরগান'। এসবের মধ্যে সংস্কৃতির নামে ছিল অপসংস্কৃতির অবাধ্যতা। এই পটভূমিতেই সূরা মায়েদার ৯০ নম্বর আয়াতে কতিপয় অপকর্মকে 'ঘৃণিত শয়তানি কর্ম' বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। তবু ২০২৪ হতে পারে আমাদের কল্যাণের উপায়। যদি আমরা নববর্ষকে আল্লাহ্র নিয়ামত মনে করে শুকরিয়া আদায় করি। নববর্ষের আনন্দ দুস্থ-দরিদ্রদের সঙ্গে ভাগ করি। এবং নববর্ষে শীতার্ত ও অভাবী মানুষের খোঁজ-খাতির, তাদের পোশাক ও খাদ্য দান করি।

মাঝ রাতে ঘুম ভাঙার পর যে দোয়ায় উদ্দেশ্য পূরণ হয়

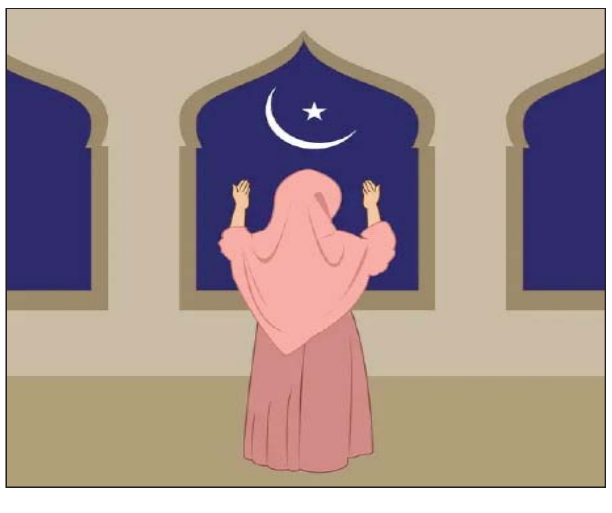

আপনজন ডেস্ক: মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গেলে যদি কেউ তার বিছানা থেকে ওঠে যায় তবে করণীয় কী? আবার পুনরায় ঘুমাতে গেলেই বা তার জন্য করণীয় কি? এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, কেউ যদি ঘুম ভাঙার পর আল্লাহর কাছে এই বিশেষ পদ্ধতিতে দোয়া করে, আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবুল করেন।
মূলত এ সময় দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ কারণ রয়েছে। তা হচ্ছে, এমন ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তার কাছে প্রার্থনা করবে যার অন্তর সর্বদা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়েই আল্লাহকে স্মরণ তার কাছে অনেক পছন্দনীয়। তাই যে ব্যক্তি এ অবস্থায় প্রার্থনা করবে আল্লাহ তার দোয়া কবুল করবেন।
হাদিসে এসেছে, ওবাদাহ ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জেগে ওঠে (উপরোক্ত) দোয়া পড়ে–
উচ্চারণ: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদির, ওয়া সুবহা নাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা ক্যুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।'
অর্থ : এক আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোনো শরিক নেই। রাজ্য তারই। যাবতীয় প্রশংসা তারই। তিনিই সব কিছুর ওপর শক্তিমান। যাবতীয় হামদ আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ তাআলা পবিত্র, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, গুনাহ থেকে বাঁচার এবং নেক কাজ করার কোনো শক্তি নেই আল্লাহর তাওফিক ছাড়া। অতঃপর বলে, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন বা (অন্য কোনো) দোয়া করে, তার দোয়া কবুল হয়। অতঃপর অজু করে (নামাজ আদায় করলে) তার নামাজ কবুল হয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৫৪)
তবে এই দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ঘুমানোর আগে পবিত্রতা তথা অজুর সঙ্গে ঘুম যাওয়া। যেমনটি অন্য আরেক হাদিসে এসেছে। মুআজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ও মহান আল্লাহকে স্মরণ করে রাত কাটায় (ঘুমায়) এবং রাতে জেগে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের দোয়া করে, আল্লাহ তাকে তা দান করেন। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৫০৪২)
এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বান্দা ঘুমের ঘোরে থেকেও তার সৃষ্টিকর্তাকে ভোলে না। সে সময় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। এটাই আল্লাহর কাছে অনেক পছন্দনীয় আমল।

মহানবী সা.-এর ভাষায় নিকৃষ্ট মানুষের পরিচয়

মুহাম্মদ মর্তুজা

প্রতিটি নতুন সকালেই কল্যাণের ফুল ফোটে, পাখিরা কল্যাণের খোঁজে ছোটে, তাদের ঠোঁটে মহামহীয়ান আল্লাহর তাসবিহ রব ওঠে।
মুমিনরা মহান আল্লাহকে সিজদা করার মাধ্যমে সেদিনের যাবতীয় কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত করার জন্য মসজিদের দিকে ছোটে।
মহান আল্লাহ রাত ও দিনের আবর্তন তাঁর বান্দাদের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমি রাত ও দিনকে করেছি দুটি নিদর্শন।
অতঃপর মুছে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে করেছি আলোকময়, যাতে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব জানতে পারো।
আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।' (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত : ১২)
জীবনের প্রতিটি সকাল প্রতিটি দিনই মানুষের জন্য কল্যাণকর। মুমিনের প্রতিটি দিন তাকে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে অগ্রগামী হতে সাহায্য করে।
আর অবিশ্বাসীর জন্য প্রতিটি দিন তাকে পাপের পথ থেকে তাওবা করে মহান আল্লাহ কাছে ফিরে আসার সুযোগ করে দেয়। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে ডেকে বলে এখনো সময় আছে সাচ্ছা তাওবা করে কল্যাণের পথে ফিরে এসো।
কল্যাণের পথে অগ্রগামী হওয়ার এই সুযোগ যারা হাতছাড়া করে ফেলে, যারা মহান আল্লাহর দেওয়া সোনালি জীবনকে নাফরমানিতে কাটিয়ে দেয়, তাদের জন্য প্রতিটি সকাল জাহান্নামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একেকটি অগ্নিদরজা মাত্র।
হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু বকর রা. বলেন, কোনো এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল সা.! উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বলেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে কে নিকৃষ্ট? তিনি বলেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল খারাপ হয়েছে। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৩০)।
অন্য হাদিসে রাসূল সা. বলেছেন, মুমিন লোকের বয়স তার কল্যাণই বাড়িয়ে থাকে। (মুসলিম, হাদিস : ৬৭১২)
অর্থাৎ যার ঈমান আছে, আমল ভালো, তার জীবনের প্রতিটি দিন তার আমল ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।
তা ছাড়া প্রতিটি নতুন সকালে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে রিজিক বন্টন করেন, এটাও মানুষের জন্য কল্যাণ।
নবীজি সা. তাঁর কন্যা ফাতেমা রা.-কে বলেছেন, মা মণি! ওঠো! তোমার রবের পক্ষ থেকে রিজিক গ্রহণ করো! অলসদের দলভুক্ত হয়ো না। কেননা আল্লাহ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মানুষের মধ্যে রিজিক বণ্টন করে থাকেন। (আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, হাদিস : ২৬১৬)
বোঝা গেল মানুষের জীবনের প্রতিটি নতুন সকালই তার জন্য একেকটি কল্যাণের দ্বার খোলে।
তাই আমাদের উচিত, জীবনের প্রতিটি নতুন সকালকে আল্লাহর কল্যাণ অন্বেষণ ও গুনাহ থেকে ফিরে আসার সুযোগ হিসেবে দেখা।
মহান আল্লাহর শোকর আদায় করা। মহান আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত থাকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা। কেননা প্রিয় নবী সা. ইবনে উমর রা.-কে নসিহত করতে গিয়ে বলেন, '...অসুস্থ হওয়ার পূর্বে তোমার সুস্থতার এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনের সুযোগকে কাজে লাগাও। কেননা, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি তো জান না, আগামীকাল তুমি কি নামে অভিহিত হবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৩৩)

ইসলামে যোগ্য নেতৃত্বের মহৎ গুণাবলি

মুহাম্মাদ উসমান গনী

সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে প্রয়োজন হয় নেতৃত্বের। যোগ্য নেতৃত্বের জন্য রয়েছে কিছু মহৎ গুণ। জীবনে সফল ব্যক্তিই নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। তাই সফল নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস, সৎকর্ম, কল্যাণকামিতা ও সহিষ্ণুতা। কোরআন কারিমে রয়েছে, 'সময়ের শপথ! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে; তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে, একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং ধৈর্যধারণে পরামর্শ দেয়।' (সুরা-১০৩ আসর, আয়াত: ১-৩) মানবসভ্যতার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের উদাহরণ শেষ নবী ও রাসূল হজরত মুহাম্মদ সা.। সত্যতা, পবিত্রতা, বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল তাঁর জীবন।
নেতাকে হতে হবে স্নেহশীল ও দয়ালু। নবী করিম সা.-এর বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন এমন রাসূল, তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তাঁর পক্ষে দুঃসহ, তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, বিশ্বাসীদের প্রতি স্নেহশীল, দয়ালু।' (আত-তাওবা, আয়াত: ১২৮)
নেতা যদি দয়ার্দ্র হন, তবেই সমাজে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করবে। তাই নেতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হতে হবে। নেতার গুণগুলো যাচাই করে নিতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে–নেতা কঠিন হবেন না।
আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে নবী! আপনি যদি কর্কশভাষী, রূঢ় প্রকৃতির ও কঠোর স্বভাবের হতেন; তবে লোকেরা আপনার আশপাশ ছেড়ে চলে যেত।' (সুরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৫৯)
নেতাকে সবার হিতাকাঙ্ক্ষী হতে হবে। হজরত জাবের রা. বলেন, 'সাহাবিগণ রা. আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সা.! সাকিফ গোত্রের তিরগুলো আমাদের শেষ করে দিল। আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করুন।' তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ! সাকিফ গোত্রকে হিদায়াত দান করুন।' (তিরমিজি: ৩৯৪২)
নেতাকে সবার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করতে হবে। হজরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সা. অপেক্ষা অধিক নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে আমি কাউকে দেখিনি।' (তিরমিজি: ১৭১৪)
রাসূলে আকরাম সা. বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি পরামর্শ করে, সে সোজা পথের ওপর থাকে, আর যে ব্যক্তি পরামর্শ করে না, সে চিন্তাযুক্ত থাকে।' (বায়হাকি, খণ্ড: ৬, পৃষ্ঠা: ৭৬)
নেতা সুসংবাদ শোনাবেন। হজরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'মানুষের সঙ্গে সহজ আচরণ করো এবং কঠিন আচরণ কোরো না; সুসংবাদ শুনাও, বিমুখ কোরো না।' (বুখারি: ৬৯)
হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. বলেন, 'আমার এ ঘরে রাসূল সা.-কে দোয়া করতে শুনেছি, "আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের যেকোনো কাজে দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত হন এবং লোকদের সঙ্গে নম্র ব্যবহার করেন, আপনিও তাঁর সঙ্গে নম্র ব্যবহার করুন।"' (মুসলিম: ৪৭২২)
রাসূল সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান জনগোষ্ঠীর নেতা হন, অতঃপর তাঁদের সঙ্গে প্রতারণামূলক কাজ করেন এবং ওই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়; তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।' (বুখারি)
হাদিসে আরও আছে, 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের কোনো কাজের নেতা বানিয়েছেন, আর সে মুসলমানদের অবস্থা, প্রয়োজনগুলো ও তাদের অভাব-অনটন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার অবস্থা ও প্রয়োজনগুলো এবং অভাব-অনটন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবেন।' (আবু দাউদ: ২৯৪৮)
সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা যোগ্য নেতৃত্বের প্রধান দায়িত্ব। হজরত জারির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যদি কোনো কওম বা জামায়াতের মধ্যে কোনো ব্যক্তি কোনো গুনাহের কাজে লিপ্ত হন এবং ওই কওম বা জামায়াতের মধ্যে শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বাধা না দেন, তাহলে মৃত্যুর আগে দুনিয়াতেই তাঁদের ওপর আল্লাহর আজাব এসে যাবে।' (আবু দাউদ)
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে দলের নেতা নিযুক্ত করল, কিন্তু তার চেয়ে বেশি আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্টকারী ব্যক্তি বিদ্যমান রয়েছে, সে (নিযুক্তকারী) আল্লাহ তাআলার সঙ্গে খেয়ানত করল, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে খেয়ানত করল এবং ইমানদারদের সঙ্গে খেয়ানত করল।' (মুসতাদরাকে হাকিম, খণ্ড: ৪, পৃষ্ঠা: ৯২)

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়

ওয়াহেদ গাজী

মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআনুল কারিমের সূরা আল ইখলাসে মহান রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও সত্তার সবচেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা রয়েছে। এটি কোরআনের অন্যতম ছোট সূরা হিসেবেও বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে এই সূরাকে কোরআনুল কারিমের এক-তৃতীয়াংশের সমান বলা হয়।

পবিত্র কোরআনুল কারিমের ১১২ নম্বর সূরা হলো সূরা আল ইখলাস। সূরাটির আয়াত সংখ্যা ৪। শব্দ সংখ্যা ১৫, অক্ষর ৪৭।

ইখলাস অর্থ গভীর অনুরাগ, একনিষ্ঠতা, নিরেট বিশ্বাস, খাঁটি আনুগত্য। শিরক থেকে মুক্ত হয়ে তাওহিদ বা এক আল্লাহর ওপর খাঁটি ও নিরেট বিশ্বাসী হওয়াকে ইখলাস বলা হয়।

সূরা আল ইখরাসের উচ্চারণ ও অর্থ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ - وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

উচ্চারণ: কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুচ্ছামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ'। (মাখরাজসহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখে নেয়া জরুরি)

অর্থ: '(হে রাসূল! আপনি) বলুন, তিনিই আল্লাহ, একক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। আর তার সমতুল্য কেউ নেই'। (সূরা: ইখলাস)

মুশরিকরা হজরত মুহাম্মাদ সা.-কে আল্লাহর বংশপরিচয় জিজ্ঞেস করেছিল, যার জবাবে এই সূরা নাজিল হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে আছে যে তারা আরো প্রশ্ন করেছিল, আল্লাহ তাআলা কিসের তৈরি- স্বর্ণ-রৌপ্য অথবা অন্য কিছুর? এর জবাবে সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা ইখলাসের ফজিলত অনেক। সূরা ইখলাস যিনি ভালোবাসবেন, তিনি জান্নাতে যাবেন। হাদিসে এসেছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা. এর কাছে এসে আরজ করলেন, আমি এই সূরাকে ভালোবাসি, রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, সূরা ইখলাসের প্রতি ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে দাখিল করবে। (মুসনাদে আহমদ ৩/১৪১)

কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ: হাদিসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমরা সবাই একত্র হয়ে যাও, আমি তোমাদের কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ শোনাব। এরপর রাসূলুল্লাহ সা. সূরা ইখলাস পাঠ করলেন। (মুসলিম, তিরমিজি)

বিপদে-আপদে উপকারী: হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-বিকেল সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে, তাকে বালা-মুসিবত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট হয়। (আবু দাউদ, তিরমিজি, নাসায়ি)

রাসূলুল্লাহ সা. ঘুমানোর আগে কুলহু আল্লাহু আহাদ, কুল আউযু রাব্বিল ফালাক, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়ার কথা বলেন। হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. যখন বিছানায় ঘুমানোর জন্য যেতেন, তখন তিনি তার দুই হাতের তালু একত্র করতেন, তারপর সেখানে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দিতেন। এরপর দুই হাতের তালু দিয়ে শরীরে যতটুকু সম্ভব হাত বুলিয়ে দিতেন। এভাবে তিনবার করতেন। (বুখারি, আবু দাউদ, তিরমিজি)

ইসলামের মূল জিনিসটাই হচ্ছে তাওহিদ। এ সূরায় শেখানো হয়, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। কোনো কিছুর সমতুল্য নন তিনি। কোরআনুল কারিম আমাদের তিনটি মৌলিক জিনিস শেখায়-তাওহিদ, আখিরাত ও রিসালাত। অর্থাৎ আল্লাহ, পরকাল ও অহি। অন্য যেকোনো বিশ্বাস এই তিনটার মধ্যে পড়ে যায়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, আখিরাতের বিশ্বাস, আল্লাহর প্রেরিত অহির প্রতি বিশ্বাস। যখন আমরা বলি আল্লাহকে বিশ্বাস করি, এর মধ্যে আল্লাহর সব নাম, সব গুণ, কাজকে বোঝায়। যখন বলি, আখিরাতে বিশ্বাস, তার মধ্যে কবরের জীবন, বিচার দিবস, জান্নাত, জাহান্নাম-সব এসে যায়। তো এভাবে যদি চিন্তা করি, তাহলে বোঝা যায়, বিশ্বাসের এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। আর আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের কথাই বর্ণিত হয়েছে এই সূরাতে।

সহিহ হাদিসে আছে, সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করলে এক খতম কোরআন তেলাওয়াতের সমপরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়।

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ ইমানের সঙ্গে করতে পারবে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে। (১) যে হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দেবে। (২) যে ব্যক্তি গোপন ঋণ পরিশোধ করবে। (৩) এবং যে প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ১০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে (তাফসিরে কাসির)

হজরত আয়েশা রা. থেকে এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সা. এক ব্যক্তিকে আমির বা নেতা নিযুক্ত করে দেন, তিনি নামাজে ইমামতিকালে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা শেষে প্রতি রাকাতেই সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে লোকেরা এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি তাকে ডেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন, নেতা উত্তর দেন যে এই সূরায় আল্লাহর পরিচয় পাই, তাই এই সূরাকে ভালোবাসি। এ কথা শুনে রাসূল সা. বললেন, তাহলে আল্লাহও তোমাকে ভালোবাসেন।

আজান-একামতের হুকুম ও ফজিলত

আপনজন ডেস্ক: আযান বা আজান (আরবি: أَذَان আযান) দিনের নির্ধারিত সময়ে একজন মুয়াজ্জিন আজান পাঠ করেন। আর এ আজান অর্থ মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ের জন্য আহ্বান বা ডাকধ্বনি।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য দৈনিক পাঁচবার মিনার থেকে উচ্চস্বরে আজান দেওয়া হয়।

ফরজ নামাজের উদ্দেশ্য মসজিদে প্রবেশের জন্য এটি আহ্বান। ইকামত নামে পরিচিত ও দ্বিতীয় আহ্বান মসজিদে উপস্থিত থাকা লোকেদের নামাজের শুরুর জন্য লাইনে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়।

আজান-একামতের হুকুম ও ফজিলত

নামাজের জন্য আজান দেওয়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা। এটি ওয়াজিবের কাছাকাছি। এছাড়াও তা ইসলামের অন্যতম নিদর্শন। জামাতে নামাজ আদায় করার জন্য একামত দেওয়া সুন্নত। একাকী ফরজ নামাজ আদায় করলে একামত দেওয়া মুস্তাহাব।

বিশ্বনবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আজান দেওয়া ও প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার ফজিলত কত, লোকেরা যদি তা জানত তাহলে এর জন্য লটারি করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না (বুখারি ৬১৫)

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, কেয়ামতের দিন মুয়াজজিনের গর্দান হবে লম্বা (মুসলিম)। তার এ উঁচু গর্দান হবে তার জন্য সম্মানের কারণ।

মুয়াজজিনের আজান যেকোনো মানুষ, জিন বা অন্যেরা শুনতে পাবে তারা সবাই কেয়ামতের দিন মুয়াজজিনের জন্য (তার পক্ষে) সাক্ষ্য দেবে (বুখারি ৬০৯)

আজান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান দূরে গিয়ে পালায় (মুসলিম)

মুয়াজজিনকে তার আওয়াজের দূরত্ব পরিমাণ (গুনাহ) ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং শুকনো ও ভেজা যত কিছু (মুয়াজজিনের) শব্দ শুনে, তারা সবাই তাকে সত্যবাদী বলে ঘোষণা দেয়। আর তার সঙ্গে সালাত আদায়কারীদের সমপরিমাণ পুরস্কার তাকে দেওয়া হয়। (মুসলিম ৬৪৬)

রাসূলুল্লাহ সা. এভাবে তাদের জন্য দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন কর এবং মুয়াজজিনদেরকে ক্ষমা করে দাও (আবু দাউদ: ৫১৭)

আজানদাতাকে আল্লাহ মাফ করে দেবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (আবু দাউদ ১২০৩)

মুহাম্মদ সা.: অনন্য হয়ে ওঠার রোলমডেল

হেশাম আল-আওয়াদি

পূর্ব প্রকাশিতের পর-

সমস্যা সৃষ্টিকারীদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য নবী বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন, প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং উত্থাপিত সমস্যার প্রকৃতি অনুসারে : কখনো কখনো তাঁর সাথে সংলাপে প্রবেশ করা, কখনো কখনো তাকে উপেক্ষা করা এবং কখনো কখনো কাউকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা।

ভিন্নমত পোষণকারী

অন্যরা মদিনার সংবিধানকে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং মদিনার নিরাপত্তার হুমকি দিয়েছিল, যেমন- কাইনুকা, একটি অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ উপজাতি। মদিনার সোনার বাজারে আধিপত্য বিস্তার করে।

নিরাপত্তা

- মুহাম্মদ বদর যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর, তিনি কাইনুকাকে মদিনা সংবিধান লঙ্ঘনের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, যার প্রতি কায়নুকা নেতা বিদ্বেষপূর্ণভাবে জবাব দিয়েছিলেন- 'আপনি এমন লোকদের মুখোমুখি হয়েছেন যারা (মক্কাবাসীদের) লড়াই করতে জানেন না। আপনি যদি আমাদের সাথে লড়াই করেন তবে আপনি শিখবেন যে আমরা করি। '

কাইনুকারা সুদ নিষিদ্ধ করার জন্য মুহাম্মদের পদক্ষেপে বিচলিত হয়েছিল- অনেকটা আধুনিক দিনের প্যানের দোকানের মতো, মদিনার স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা মরিয়া ঋণগ্রহীতাদের জন্য শেষ অবলম্বনের উচ্চ-সুদের ঋণদাতা হতে লাভবান হয়েছিল।

মুসলমানরা সুদমুক্ত বাজার তৈরি করে তাদের কুলুঙ্গি হুমকির মুখে পড়েছিল। কাইনুকাতে কিছু পুরুষ একজন মুসলিম মহিলাকে যৌন হয়রানি করার পরে একটি সঙ্ঘাত ছড়িয়ে পড়ে এবং এর পরই একজন মুসলিম পুরুষকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

কাইনুকা গোত্র নিহত ব্যক্তির পরিবারকে রক্তের অর্থ দিতে অস্বীকার করে এবং মুহাম্মদ তাঁর বাহিনীকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করার জন্য তার বাহিনীকে একত্র করেন, বরং এটি স্থানীয়দের জন্য একটি ধ্রুবক হুমকি হয়ে থাকে।

নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ

নেতারা সমস্যা সৃষ্টিকারী বা যারা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের পা টেনে ধরে এমন জটিল লোকদের মোকাবেলা করার মতো ক্রমাগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। নবী মদিনার মধ্যে দু'টি প্রধান গোষ্ঠীর দ্বারা সমস্যার সম্মুখীন হন যাদেরকে আমি 'সমস্যা সৃষ্টিকারী' বলব অন্যথায় বলা যায় একটি ভিন্ন গোষ্ঠী যারা অনুভব করেছিল যে তাদের স্বার্থ হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আর 'বিরোধকারী'রা কাইনুকার ইহুদি গোত্রের চার পাশে একত্র হয়েছিল।

আমরা দেখব কিভাবে মুহাম্মদ তাঁর নেতৃত্বের সামনে আসা উভয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন। এটি দেখব এ কারণে যাতে আপনাকে বিরোধীদের সাথে মোকাবেলা করতে তা কিভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারে সেটি দেখতে।

সমস্যা সৃষ্টিকারী

কেউ কেউ নবী যে পরিবর্তনটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করছিলেন তা প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল, কারণ তিনি তাদের স্বার্থ এবং তাদের অভ্যস্ত হওয়া অবস্থার জন্য হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। তারা মুহম্মদ সা:-এর নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঝামেলা সৃষ্টি করে অস্থিরতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলে কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। এজন্য তারা আল-দিরার মসজিদ নামে মদিনা মসজিদের প্রতিদ্বন্দ্বী এক মসজিদ বানায়।

তারা কোনো নির্দিষ্ট গোত্র বা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করেনি, বরং তাদের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন কারণে পরিবর্তনের বিরোধিতাকারী ব্যক্তিরা এক হয় এবং যাদেরকে কুরআন 'ভণ্ড' বলে অভিহিত করে।

(ক্রমশ...)

প্রাণিজগৎ যেভাবে আল্লাহর আনুগত্য করে

আতাউর রহমান

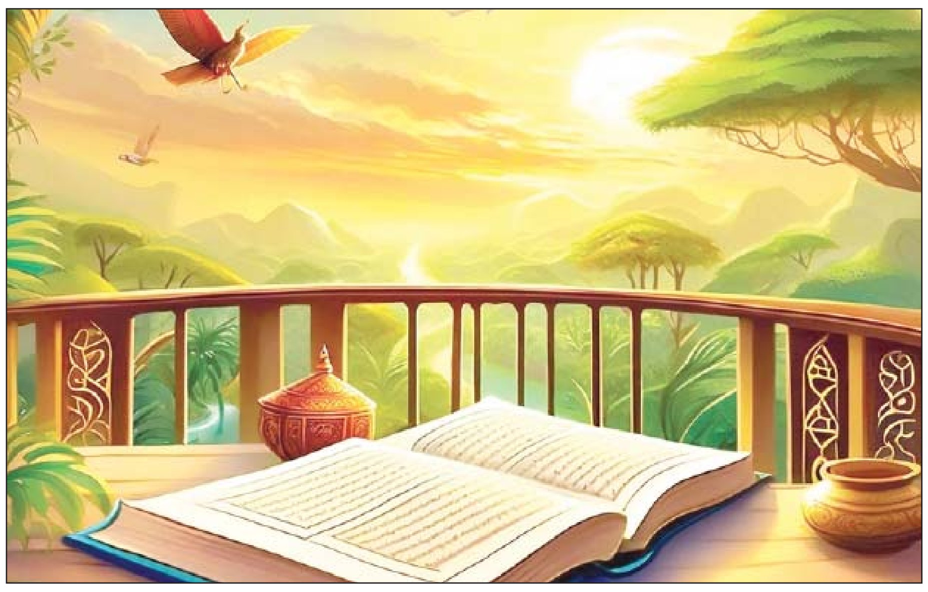

মহান আল্লাহর সৃষ্টিজগতের বিস্তৃত অংশজুড়ে আছে জীব বা প্রাণিজগৎ। বৈচিত্র্যময় প্রাণিজগৎ আল্লাহর সৃষ্টি ও কুদরতের বিস্ময়। মহান আল্লাহ বিশাল প্রাণিজগৎকে মানুষের সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। মানুষ প্রতিনিয়ত প্রাণিজগৎ সম্পর্কে অবগত হচ্ছে এবং তাদের বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। তোমাদের সৃজনে এবং জীবজন্তুর বিস্তারে নিদর্শন রয়েছে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য ।' (সুরা : জাসিয়া, আয়াত : ৩-৪)

প্রাণিজগতের অনেক কিছুই অজানা প্রাণিজগৎ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু তারা এর সবটুকু জানতে পারেনি এবং মানবজাতির পক্ষে তার পুরোটা জানা সম্ভবও নয়।

মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৮)

বিপুল বৈচিত্র্য

আল্লাহ প্রাণিজগতে বিপুল বৈচিত্র্য রেখেছেন। প্রাণিজগতের বৈচিত্র্য সম্ভবত মানুষের কল্পনার অতীত। যেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সব জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে, তাদের কতক পেটে ভর দিয়ে চলে, কতক দুই পায়ে চলে এবং কতক চলে চার পায়ে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৪৫)

শ্রেণিবদ্ধ ও সুসংহত

সৃষ্টিজগতের সুবিশাল প্রাণিজগৎকে আল্লাহ বিচ্ছিন্নভাবে সৃষ্টি করেননি, বরং শ্রেণিবদ্ধ ও সুসংহতভাবে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখি ওড়ে না, কিন্তু তারা তোমাদের মতো এক একটি উম্মত (শ্রেণি বা গোষ্ঠীভুক্ত)।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৩৮)

সুশৃঙ্খলিত প্রাণিজগৎ

আল্লাহ প্রাণিজগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন।

আর তারা আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম মেনে চলে। ইরশাদ হয়েছে, 'আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ওপর; এমন কোনো জীবজন্তু নেই, যে তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।' (সুরা : হুদ, আয়াত : ৫৬)

আকার-অবয়বে আল্লাহর কুদরত

প্রাণিজগতে বৈচিত্র্যপূর্ণ দেহ ও অবয়বের অধিকারী প্রাণী দেখা যায়। তাদের সদৃশ ও বৈসদৃশ আকার ও অবয়ব মহান আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতারই সাক্ষ্য। ইরশাদ হয়েছে, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।' (সুরা : তাহা, আয়াত : ৫০)

প্রাণিজগতে জীবিকার সুষম বন্টন

মহান আল্লাহ সুবিশাল প্রাণিজগতে সুষম জীবিকার বন্টন করেছেন। তিনি সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্যচক্রের মাধ্যমে সবার জীবিকা নিশ্চিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্পর্কে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।' (সুরা : হুদ, আয়াত : ৬)

প্রাণিজগতে আল্লাহর আনুগত্য

সৃষ্টিজগতের সব কিছুর মতো প্রাণীরাও আল্লাহর অনুগত। তারা নিজস্ব পদ্ধতিতে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর ইবাদতে রত থাকে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি কি দেখ না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই জানে তাঁর ইবাদতের ও পবিত্র ঘোষণার পদ্ধতি। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৪১)

মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আল্লাহ সৃষ্টিজগতের অন্য সব কিছুর মতো প্রাণিজগৎকেও মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। তারা মানুষের দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য, মানুষ তাদের সম্পর্কে অবগত থাকুক অথবা না থাকুক, সবাই নানাভাবে মানবজাতির সেবায় নিয়োজিত। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।' (সুরা : জাসিয়া, আয়াত : ১৩)

বহুমুখী কল্যাণের ধারক

আল্লাহ প্রাণিজগৎকে বহুমুখী কল্যাণের ধারক বানিয়েছেন। যেমন :

১. বাহন : পৃথিবীতে প্রাণী হিসেবে বাহন সর্বপ্রাচীন। এখনো পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রাণীকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তারা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় এমন দেশে, যেখানে প্রাণান্ত ক্লেশ ছাড়া তোমরা পৌঁছাতে পারতে না। তোমাদের প্রতিপালক আবশ্যই দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৭)

২. খাদ্য ও পানীয়ের উৎস : প্রাণিজগৎ মানবজাতির খাবার ও পানীয় জোগান দিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতক তাদের বাহন এবং তাদের কতক তারা আহার করে। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা আর আছে পানীয় বস্তু। তবু কি তারা কৃতজ্ঞ হবে না।' (সুরা : ইয়াসিন, আয়াত : ৭২-৭৩)

৩. পোশাকের উৎস : প্রাণী থেকে মানুষ পোশাক তৈরির উপাদান সংগ্রহ করে। যেমন পশম, চামড়া, রেশমগুটি ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনি চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার আছে। এবং তা থেকে তোমরা আহার করে থাকো।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৫)

৪. মানসিক প্রশান্তি লাভ : পশুপাখি মানুষের চোখ শীতল করে এবং মনে প্রশান্তি আনে। ইরশাদ হয়েছে, 'এবং তোমরা যখন গোধূলিলগ্নে তাদেরকে চারণভূমি থেকে ঘরে নিয়ে আসো এবং সকালে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও, তখন তোমরা তাঁর সৌন্দর্য উপভোগ করো।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৬)

৫. শোভা ও সম্পদ : প্রাণীগুলো, বিশেষ করে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু মানুষের জন্য শোভা ও সম্পদ। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৮)

প্রাণিজগৎ নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

আল্লাহ সুবিশাল প্রাণিজগৎ নিয়ে চিন্তা ও গবেষণার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?' (সুরা : গাশিয়া, আয়াত : ১৭)

আল্লাহ সবাইকে সুপথ দান করুন। আমিন।

টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা শুরু ২ ফেব্রুয়ারি

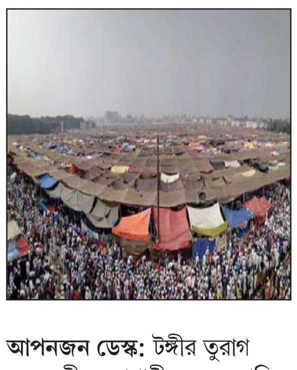

আপনজন ডেস্ক: টঙ্গীর তুরাগ নদের তীরে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব। ৪ ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে প্রথম পর্ব। পরে চারদিন বিরতি দিয়ে দ্বিতীয় পর্ব ৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে। ১১ ফেব্রুয়ারি আখেরি মোনাজাতের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে বিশ্ব ইজতেমার শেষ পর্ব।

এবার বিশ্ব ইজতেমা দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হবে। যাত্রাবাড়ী থেকে আসা মো. আফতাব হোসেন বলেন, আল্লাহর কাজ করতে এসে যত মেহনত হবে, ততই সওয়াব হবে।

গতবারের মতো এবারও প্রথম পর্বে মাওলানা যোবায়ের অনুসারী মুসল্লিরা টঙ্গী ময়দানে ইজতেমার আয়োজন করছেন। এরপর মাঝে চারদিন বিরতি দ্বিতীয় পর্বে মাওলানা সা'দের অনুসারীরা ইজতেমা আয়োজন করবেন।

মাওলানা জোবায়ের অনুসারী মিডিয়া সমন্বয়কারী মুফতি জহির ইবনে মুসলিম বলেন, বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে ময়দানের সব কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ইজতেমা শুরু হবে।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান উপদেষ্টা সাবেক মেয়র মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, এবারও বিশ্ব ইজতেমায় আসা মুসল্লিদের সেবায় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা থাকবে। এছাড়া ইজতেমা সফল করার লক্ষ্যে আমি নিজে ময়দানের খোঁজখবর রাখছি।

ওজুতে যেভাবে বান্দার পাপ মোচন হয়

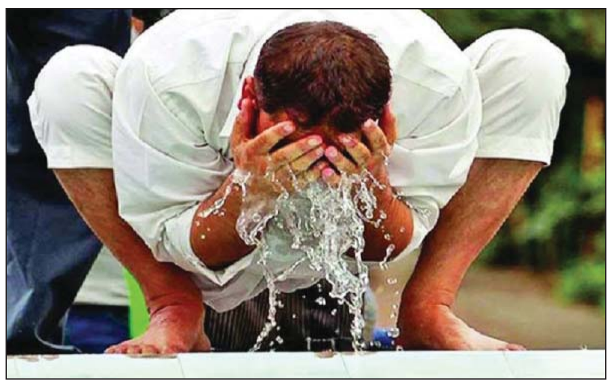

আপনজন ডেস্ক: ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনের একটি পন্থা হলো ওজু। নামাজ, হজ, কোরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াতসহ অনেক ইবাদতে ওজু করা আবশ্যক। জিকির ও কোরআন স্পর্শ করা ছাড়া তেলাওয়াতের মতো নফল আমল করতেওজু আবশ্যক না হলেও ওজু করলে এ সব আমলের সওয়াব বেড়ে যায়।

উলেখ্য, ওজু করলে যেমন দৈহিক পবিত্রতা লাভ হয়, একইসঙ্গে ওজু বান্দার পাপও মোচন করে।

আবু হোরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুমিন বান্দা ওজু করার সময় যখন তার চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারা থেকে পানির সঙ্গে ওইসব গুনাহ ঝরে পড়ে, যা সে দুই চোখ দিয়ে করেছিলো। যখন সে দুহাত ধৌত করে, তখন হাত দিয়ে যে গুনাহগুলো করেছিলো তা পানির সঙ্গে ঝরে পড়ে। এরপর যখন সে দুই পা ধৌত করে তখন পানির সঙ্গে পায়ের গোনাহও বের হয়ে যায়। ওজু শেষে সে গুনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (সহিহ মুসলিম: ২৪৪)

ওসমান ইবনে আফফান রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে উত্তমরূপে ওজু করে, তার শরীর থেকে গুনাহসমূহ বের হয়ে যায়। তার নখের নিচ থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। (সহিহ মুসলিম: ২৪৫)

আরেকটি হাদিসে রাসূলুর্লাহ সা. বলেছেন, 'পরিপূর্ণরূপে ওজু করার পর কেউ যদি বলে- أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُه

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে, যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে'। (সহিহ মুসলিম: ২৩৪)

লিভারপুল-টটেনহামের খেলোয়াড় হারানোর ধাক্কায় লাভ ম্যান সিটির

আপনজন ডেস্ক: ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এখন টেবিলের শীর্ষে আছে লিভারপুল। এক ম্যাচ কম খেলে পাঁচ পয়েন্ট পিছিয়ে থাকায় তিনে ম্যানচেস্টার সিটি। শিরোপা রেসে ভালোভাবেই আছে দুইয়ে থাকা অ্যাস্টন ভিলা, চার ও পাঁচে থাকা আর্সেনাল ও টটেনহামও। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকায় হতে যাওয়া দুইটি মহাদেশীয় টুর্নামেন্টের কারণে বেশ বিপাকেই পড়তে হচ্ছে অধিকাংশ ইংলিশ ক্লাবগুলোকে। প্রায় মাস খানেক পাচ্ছে না বেশ কয়েকজন বড় তারকাকে। এদিক থেকে খানিকটা সুবিধাই পাচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি। এই দুইটি টুর্নামেন্টে তাদের কোনো খেলোয়াড়ই অংশ নিচ্ছে না। এতে অন্য দলের খেলোয়াড় হারানোর সুযোগ দারুণভাবে কাজে লাগাতে পারবে পেপ গার্দিওলার দল।

আগামী ১২ জানুয়ারি কাতারে শুরু হবে এশিয়ান কাপ এবং একদিন পর আইভরি কোস্টে শুরু আফ্রিকা কাপ অব নেশনস। এই দুইটি টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া দেশগুলোর ফুটবলারদের ছেড়ে দিতে হচ্ছে ক্লাবগুলো। ইতিমধ্যে ক্লাবগুলোকে চিঠিও দিয়েছে ফিফা।

খেলোয়াড়দের চাহিদার ব্যাপারটি মাথায় রেখে ক্লাবও খেলোয়াড় ছাড়তে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

এতে এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের খেলোয়াড়দের হারিয়ে শক্তি হারাচ্ছে ক্লাবগুলো।

এই যেমন, মিশরের হয়ে কাপ অব নেশনস খেলবেন মোহামেদ সালাহকে। মিশর যদি ফাইনালে খেলে তাহলে প্রায় দেড় মাস তাকে পাবে না লিভারপুল। গতপরশু নিউক্যাসলকে ৪-২ গোলে হারায় লিভারপুল। সেই ম্যাচে জোড়া গোল করেন সালাহ।

এই ম্যাচের পরেই ক্লাব ছেড়ে জাতীয় দলে যোগ দিয়েছেন মিশরীয় এই তারকা। লিগে এখন পর্যন্ত ১৪ গোল করা এই তারকাকে নিশ্চিতভাবেই মিস করবে লিভারপুল। এছাড়া জাপানিজ মিডফিল্ডার ওয়াতারু এন্দোকেও পাচ্ছেন না ইয়ুর্গেন ক্লপ। জাপানের হয়ে খেলবেন এশিয়ান কাপে। এই মিডফিল্ডারকে না পাওয়ায় হতাশায় ব্যক্ত করলেন ক্লপ,'এটা কিছুটা লজ্জার যে, সে (এন্দো) ছন্দ ফিরে পেয়েছে এবং এমন সময় তাকে এশিয়ান কাপ খেলতে যেতে হচ্ছে।'

টেবিলের দুইয়ে থাকা অ্যাস্টন ভিলা পাচ্ছে না বুরকিনা ফাসোর ফরোয়ার্ড বের্তান্দ ত্রাওরেকে। আর চারে থাকা আর্সেনাল পাচ্ছে না তিন ফুটবলারকে। মিশরের মোহামেদ এলনেনি, ঘানার টমাস পার্টে এবং জাপানের তাকেহিরো তোমিয়াসুকে। বড় ধাক্কা খাচ্ছে টটেনহামও। দলের অধিনায়ক ও সেরা তারকা সন হিউং মিনকে পাচ্ছে না তারা। এশিয়ান কাপে দক্ষিণ কোরিয়া যদি ফাইনালে খেলে তাহলে প্রায় দেড় মাসের জন্য তাঁকে পাবে না। চলতি লিগে ইতিমধ্যে ১২ গোল করেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার এই ফরোয়ার্ড। এছাড়া মালির মিডফিল্ডার ভেস বিসোমা এবং সেনেগালের মিডফিল্ডার পেপে মাতারকেও পাবে না স্পার্সরা। ছয়ে থাকা ওয়েস্ট হামকে পাচ্ছে না ঘানার মিডফিল্ডার মোহামেদ কুদুসকে। খেলোয়াড় হারাতে হচ্ছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকেও। দলের নিয়মিত গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা খেলবেন ক্যামেরুনের জার্সিতে। এছাড়া মরোক্কোর সোফিয়ান আমরাবাত এবং আইভরি কোস্টের আমাদ দিয়ালোকেও পাচ্ছে না রেড ডেভিলরা। আর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটির স্কোয়াডে নেই এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো দেশের ফুটবলার। এতে পূর্ণ শক্তির দলই পাচ্ছে সিটিজেনরা। এদিক থেকে অন্য ক্লাবের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে থাকছে তারা। এই সময়ে প্রিমিয়ার লিগে পাঁচ রাউন্ড এবং এফএ কাপ মিলিয়ে ছয়টি ম্যাচে এশিয়া ও আফ্রিকার খেলোয়াড়দের পাচ্ছে না বাকি ক্লাবগুলো।

মেসির কারণে ফ্লোরিডায় বাড়ির দাম বেড়েছে ২০০ কোটি টাকা!

আপনজন ডেস্ক: 'মেসি ম্যানিয়া' চলছে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে। লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামিতে যোগদানে পাল্টে গেছে মেজর লীগ সকারের (এমএলএস) দৃশ্য। ফুটবলের ইতিবাচক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এমএলএস লাভবান হচ্ছে আর্থিকভাবে। শুধু মার্কিন মুলুকের ফুটবল নয়, মেসি যে শহরে থাকেন কপাল খুলেছে সেখানকার বাসিন্দাদেরও। বিশ্বকাপজয়ী তারকা ফ্লোরিডায় যে অঞ্চলে বাড়ি কিনেছেন, তার আশপাশের বাড়িগুলোর দাম পূর্বের চেয়ে ২০০ কোটি টাকা বেড়ে গিয়েছে। গত জুলাইয়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন লিওনেল মেসি। যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘস্থায়ী বসবাসের কথা চিন্তা করে ফ্লোরিডার লডারডেলের বে কলোনিতে একটি বিলাসবহুল বাড়ি কিনেছেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। স্প্যানিশ দৈনিক মার্কা জানিয়েছে, মেসির বাড়ি কেনার পর সেই এলাকার অন্যান্য বাড়িগুলোর দাম বেড়েছে কয়েকগুণ। স্থানীয় ব্যবসায়ী প্যাট্রিক বেট ডেভিডের বরাত দিয়ে মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়, মেসির আগমনের পূর্বে বে কলোনির প্রপার্টিগুলো ৭ মিলিয়ন ডলারে কেনা যেতো। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৭৬ কোটি ৯৬ লাখ টাকার বেশি। আর মেসি লডারডেলে বাড়ি কেনার পর পাশের বাড়িগুলোর দাম গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ মিলিয়ন ডলারে। ভারতীয় মুদ্রায় ২৭৪ লাখ ৮২ লাখ ৮০ হাজার টাকা। অর্থাৎ, পূর্বের চেয়ে প্রপার্টিগুলোর দাম বেড়েছে ১৯৭ বা প্রায় ২০০ কোটি টাকা। মার্কা জানিয়েছে, বে কলোনিতে লেকের পাশে ৩ হাজার ২০০ স্কয়ার মিটারের যে বাড়িটি মেসি কিনেছেন তার দাম ৮.৫ মিলিয়ন ডলার বা ৯৩ কোটি ৪৪ লাখ টাকারও বেশি। বিলাসবহুল বাড়িতে ১০টি বেডরুম, ৯টি বাথরুম, ব্যক্তিগত জিমনেশিয়াম এবং সুইমিংপুল রয়েছে।

একই স্কোরে ৬ উইকেট: টেস্ট ইতিহাসে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি ভারতের

আপনজন ডেস্ক: কেপটাউনে অদ্ভুত এক দিন শেষ হয়নি এখনো। সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫৫ রানেই গুটিয়ে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে প্রথম ইনিংসে ভারত থেমেছে ১৫৩ রানে। তবে তাদের স্কোর এক সময় ছিল ৪ উইকেটে ১৫৩ রান।

সেখান থেকে আর কোনো রান যোগ না করতেই অলআউট হয়ে গেছে তারা। মানে কোনো রান যোগ না করেই ভারত হারিয়েছে শেষ ৬ উইকেট। টেস্ট ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটল এই প্রথমবার। শেষ ৫ উইকেট জুটিতে এর আগে সর্বনিম্ন রানের রেকর্ডটি ছিল ইংল্যান্ডের। ১৯৯০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এমসিজিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ রান তুলতে শেষ ৫ উইকেট হারিয়েছিল তারা। ১০ রানের নিচে শেষ ৫ উইকেট হারানোর ঘটনা এর আগে ছিল ১৫টি।

তৃতীয় ওভারে যশস্বী জয়সোয়াল ফিরলেও ভারত শুরুটা পেয়েছিল দারুণ। ১ উইকেট হারিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ইনিংসের স্কোর পেরিয়ে যায় তারা। ৫০ বলে ৩৯ রানের ইনিংসে রোহিত শর্মা ও ৫৫ বলে ৩৬ রানের ইনিংস খেলা শুবমান গিল ছিলেন ইতিবাচক। রোহিতের সঙ্গে ৫৫ রানের পর কোহলির সঙ্গে গিলের জুটিতে ওঠে ৩৩ রান।

মাঝে ৩ ওভারের মধ্যে গিল ও শ্রেয়াস আইয়ার ফিরলেও লোকেশ রাহুল ও কোহলির জুটিতে ভারত এগোচ্ছিল ভালোভাবেই। রাহুল অবশ্য শুধু সঙ্গই দিচ্ছিলেন কোহলিকে, ৪৩ রানের জুটিতে তাঁর অবদান ছিল ৮ রান। লুঙ্গি এনগিডির করা ৩৪তম ওভারেই শুরু হয় ভারতের অভূতপূর্ব ধসের।

এনগিডির সে ওভারেই রাহুলের পর ফেরেন রবীন্দ্র জাদেজা ও যশপ্রীত বুমরা। বাড়তি বাউন্সের বলে উইকেটকিপার কাইল ভেরেইনার হাতে ক্যাচ দেন রাহুল। জাদেজা ও বুমরাও বাড়তি বাউন্সের শিকার–তাঁরা দুজনই ক্যাচ দেন গালিতে মার্কো ইয়ানসেনের হাতে।

এ ডামাডোলে রাবাদার বলে ক্যাচ দিয়ে থামেন কোহলিও। এরপর মোহাম্মদ সিরাজ হন রানআউট, প্রসিধ কৃষ্ণা দেন ক্যাচ। এনগিডির মতো রাবাদার ওভারেও পড়ে ৩ উইকেট। এবং এত কিছু যে ঘটেছে, এর মধ্যে কোনো রানই করতে পারেনি ভারত!

আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের তালিকায় উগান্ডার রামজানি

আপনজন ডেস্ক: ২০২৩ সালে আইসিসির বর্ষসেরা পুরুষ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের জন্য ভারতের সূর্যকুমার যাদব, জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা ও নিউজিল্যান্ডের মার্ক চ্যাপম্যানের সঙ্গে মনোনয়ন পেয়েছেন উগান্ডার আল্পেশ রামজানি। নারী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথুস, ইংল্যান্ডের সোফি একলস্টোন ও শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু।

রামজানি গত বছর ছিলেন পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক। ৩০ ম্যাচে ৪.৭৭ ইকোনমি রেটে বোলিং করে মাত্র ৮.৯৮ গড়ে তিনি নেন ৫৫টি উইকেট। প্রতি ১১ বলেই উইকেটের দেখা পান বাঁহাতি এই স্পিনার। পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও অবদান রাখেন; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২৬ বলে ৪০ রানের ইনিংস। উগান্ডা প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও জায়গা করে নেয়।

বর্ষসেরা পুরুষ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার (২০২৩): মার্ক চ্যাপম্যান (নিউজিল্যান্ড), আল্পেশ রামজানি (উগান্ডা), সিকান্দার রাজা (জিম্বাবুয়ে) ও সূর্যকুমার যাদব (ভারত)।

অন্যদিকে জিম্বাবুয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাদ পড়ে গেলেও বছরটি স্মরণীয় ছিল ব্যাটিং ও বোলিংয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা রাজার। ১১ ইনিংসে ৫১.৫০ গড় ও ১৫০.১৪ স্ট্রাইক রেটে ৫১৫ রানের পাশাপাশি ১৪.৮৮ গড়ে ১৭ উইকেট নেন তিনি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও দুর্দান্ত ছিলেন অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা রাজা, রুয়ান্ডার বিপক্ষে অর্ধশতকের পর হ্যাটট্রিকও করেন।

সেরা ক্রিকেটারের লড়াইয়ে রামজানি ও রাজার কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন ভারতের সূর্যকুমার। ২০২২ সালের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের ২০২৩ সালও দারুণ কেটেছে। ১৭ ইনিংসে ৪৮.৮৮ গড় ও ১৫৫.৯৬ স্ট্রাইক রেটে তিনি করেন ৭৩৩ রান। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৭ রানের ইনিংসে বছর শুরু হলেও বাকি সময় দারুণ ব্যাটিং করেন তিনি। সে সিরিজে শতকের দেখা পান। বছরের শেষ দিকে এসে ভারতকে নেতৃত্বও দেন। জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে করেন বছরে নিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শতক।

বছরটি স্মরণীয় ছিল নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যান চ্যাপম্যানের জন্যও। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫ ম্যাচ সিরিজে করেন ২৯০ রান। সেখানে খেলেন ৫৭ বলে ১০৪ রানের অপরাজিত ইনিংস, যাতে সিরিজ ড্র করে নিউজিল্যান্ড। বছরে সব মিলিয়ে এ সংস্করণে ৫০.৫৪ গড়ে ৫৫৬ রান করতে তিনি ব্যাটিং করেছেন ১৪৫.৫৪ স্ট্রাইক রেটে।

বর্ষসেরা নারী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটার (২০২৩): চামারি আতাপাত্তু (শ্রীলঙ্কা), সোফি একলস্টোন (ইংল্যান্ড), হেইলি ম্যাথুস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) ও এলিস পেরি (অস্ট্রেলিয়া)।

অন্যদিকে মেয়েদের বিশ্বকাপের বছরে মনোনয়নে এসেছে বড় বড় নামই। বছরজুড়েই দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন আতাপাত্তু, ১৬ ম্যাচে ৪৭০ রান করার পাশাপাশি ৮টি উইকেট নেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে আতাপাত্তুকেও ছাড়িয়ে গেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাথুস। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ অলরাউন্ডার ১৪ ম্যাচে ৭০০ রান করার সঙ্গে নেন ১৯টি উইকেটও।

সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন আইসিসির র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর বোলার একলস্টোন। এ বছর কাঁধে অস্ত্রোপচার করাতে হলেও স্বরূপে ছিলেন বাঁহাতি এই স্পিনার–১১ ম্যাচে ১০.৬০ গড়ে তিনি নেন ২৩টি উইকেট।

এই তিনজনের সঙ্গে আছেন অস্ট্রেলিয়া কিংবদন্তি এলিস পেরি। আইসিসির দুবারের বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটার গত বছর ১৪ ম্যাচে ৩১৯ রান করার সঙ্গে নেন ৬টি উইকেট।

বর্ষসেরা উদীয়মানের লড়াইয়ে রাচিন-কোয়েৎজার সঙ্গে মাদুশাঙ্কা ও জয়সওয়াল

আপনজন ডেস্ক: ভারতে স্বপ্নের মতো বিশ্বকাপ কাটিয়েছেন রাচিন রবীন্দ্র। ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়ে নিজেকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছেন নিউজিল্যান্ডের এই ব্যাটার। বিশ্বকাপে দারুণ সময় কেটেছে শ্রীলঙ্কান পেসার দিলশান মাদুশাঙ্কারও। বল হাতে নিজেকে চিনিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার জেরার্ড কোয়েৎজে।

এই তিনজনই জায়গা করে নিয়েছেন আইসিসিরি ২০২৩ সালের বর্ষসেরা উদীয়মান খেলোয়াড়ের সংক্ষিপ্ত তালিকায়। তাঁদের সঙ্গে লড়াইয়ে আছেন ভারতে তরুণ ব্যাটার যশস্বী জয়সওয়াল।

রাচিন রবীন্দ্র

২০২৩ সালের মার্চে ওয়ানডে ফরম্যাটে অভিষেক হয় রাচিনের। এরপর ২৫ ম্যাচ খেলে রান করেছেন ৮২০। বল হাতে উইকেট শিকার ১৮টি। তিনটি করে ফিফটি ও সেঞ্চুরি আছে তাঁর নামের পাশে। তিনটি সেঞ্চুরিই এসেছে বিশ্বকাপে। গেল বছর টি-টোয়েন্টি ম্যাচ ১২টি খেলে রান করেছেন স্রেফ ৯১। উইকেট শিকার ৫টি।

জেরার্ড কোয়েৎজে

প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে এসেই নিজেকে আলাদা করে চিনিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার জেরার্ড কোয়েৎজে। তিন ফরম্যাটেই প্রোটিয়া দলে এ বছর অভিষেক হয়েছে ২৩ বছর বয়সী এই পেসারের। এর পর থেকেই দলে অন্যতম একজন হয়ে উঠেছেন। ভারত বিশ্বকাপে ৮ ম্যাচে তাঁর শিকার ছিল ২০ উইকেট। টেস্টে তিন ম্যাচে তাঁর উইকেট ১০টি। ওয়ানডেতে ১৪ ম্যাচে পেয়েছেন ৩১ উইকেট এবং টি-টোয়েন্টিতে ৪ ম্যাচে ৬ উইকেট।

দিলশান মাদুশাঙ্কা

বিশ্বকাপের আগে দুশমন্থ চামিরা চোটে ছিটকে না গেলে হয়তো দিলশান মাদুশাঙ্কাকে বিশ্বকাপে নাও দেখা যেতে পারত। সুযোগ পেয়েই তা কিভাবে কাজে লাগাতে হয় সেটাই দেখিয়েছেন ২৩ বছরের এই পেসার। বিশ্বকাপে তাঁর শিকার ২১ উইকেট। যশস্বী জয়সওয়াল টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে গেল বছর অভিষেক হয়েছে ২২ বছর বয়সী যশস্বী জয়সওয়ালের। অভিষেক টেস্টেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে খেলেন ১৭১ রানের অনবদ্য ইনিংস। টেস্টে ছয় ইনিংস ব্যাট করে রান করেছেন ২৮৮। আর ২০ ওভারের খেলায় ১৪ ম্যাচে এক সেঞ্চুরিতে তাঁর রান ৪৩০।

মজা করে ছেলের মাথায় চুল ও মুখে গোঁফ লাগিয়েছেন সানিয়া মির্জা। ক্যাপশনে লিখেছেন, 'নতুন বছর, নতুন আমরা।'

কোয়ার্টার ফাইনালে এসি মিলান

আপনজন ডেস্ক: উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লীগের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের হিসাব বাদ দিলে দারুণ ছন্দে রয়েছে এসি মিলান। ইতালিয়ান সিরি আ টেবিলের তিনে থাকা রোজেনেরিরা পেঁছে গেছে কোপা ইতালিয়ার কোয়ার্টার ফাইনালে। মঙ্গলবার সান সিরোয় প্রতিযোগিতাটির শেষ ষোলোয় ক্যালিয়ারি ক্যালসিওকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে এসি মিলান। দাপুটে জয়ের পর এসি মিলান কোচ স্টেফানো পিওলি বললেন, 'প্রত্যাশিত জয়ই পেয়েছি।'

ঘরের মাঠে ২৯তম মিনিটে লুকা জভিচের গোলে এগিয়ে যায় এসি মিলান। ৪২তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান বাড়ান এই সার্বিয়ান ফরোয়ার্ড। ৫০তম মিনিটে স্কোরলাইন ৩-০ করেন এসি মিলানের আইভোরিয়ান উইঙ্গার চাকা ট্রাওরে। ৮৭তম মিনিটে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার পাওলো আজ্জির নৈপুণ্যে ব্যবধান কমায় ক্যালিয়ারি। ৯০+১ মিনিটে পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড রাফায়েল লেয়াও এসি মিলানকে ৪-১ গোলের জয় উপহার দেন।

ম্যাচ শেষে মিডিয়াসেটকে দেয়া সাক্ষাৎকারে এসি মিলান কোচ স্টেফানো পিওলি বলেন, 'আমি বলব না যে, এই জয় আমাদের প্রত্যাশার ঊর্ধ্বে। যখন আপনি একটা দুর্দান্ত স্কোয়াড নিয়ে প্রস্তুত থাকবেন, তখন সবসময় ভালো ফলের প্রত্যাশাই করবেন।'

পিওলি বলেন, 'ছেলেরা শুরুতে কিছুটা নার্ভাস ছিল। তবে যখন আমরা এগিয়ে যাই, তখন সব সহজ হয়ে যায়। এই ছেলেরা মানসম্পন্ন, মেধাবী ফুটবলার। সব ছাড়িয়ে তাদের সেরা গুণটি হলো, তারা সাফল্যের জন্য লেগে থাকে।'

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**